বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

‘আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।’

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

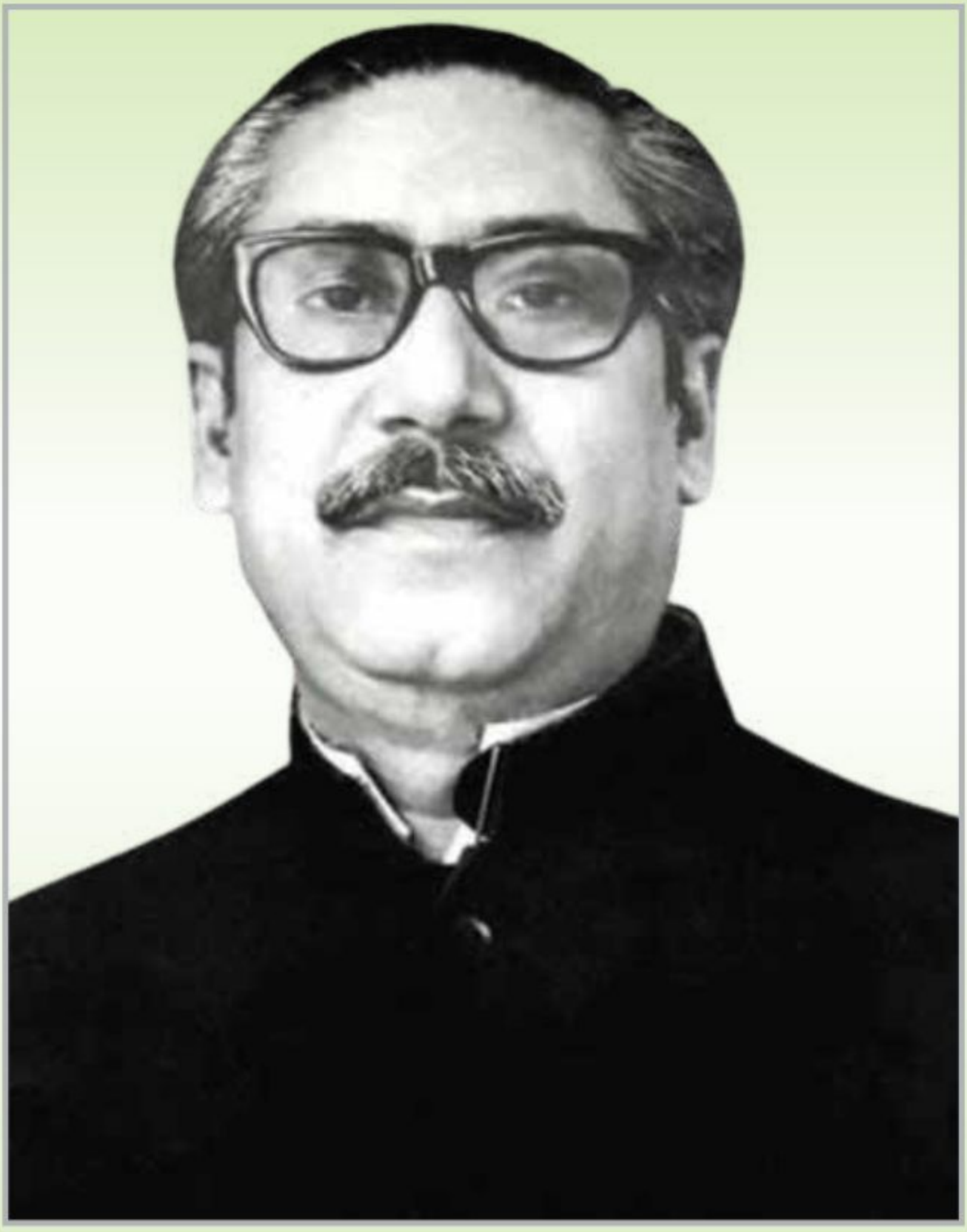

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টা

মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি
সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব মো. আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি:

ক) জনাব আব্দুন নাসের খান, সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-আহ্বায়ক
খ) জনাব বি. এম. মশিউর রহমান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
গ) জনাব জেবিদাস রায়, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ঘ) জনাব আবুল হাসনাত, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ঙ) জনাব দিপু পোদ্দার, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
চ) জনাব এস.এম. নুরুজ্জামান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ছ) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
জ) জনাব মোসাঃ নাজনীন আক্তার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ঝ) জনাব সুমেন মজুমদার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ঞ) জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান, মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ট) জনাব মোঃ আসলাম উদ্দিন, মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ঠ) জনাব এস. এম. শিপন, গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ড) জনাব মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার, অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য সচিব

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মাননীয় মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশিত করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রকাশিত হয়।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং বাঙালি জাতির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র ও শোষণমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। একটি সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গঠনের পূর্বশর্ত হলো জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও সুষম পুষ্টি নিশ্চিত করে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি। সকল সময়ে সকল নাগরিকের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারের গৃহীত রূপকল্প অনুয়ায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন রয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু হতে ভোক্তার দোরগোড়ায় দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে এবং তার যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে প্রণীত হয় 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩'। এই আইন বাস্তবায়নে ০২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ "জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য" রূপকল্পকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং আগামী ২০২৬ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। এই প্রেক্ষিতে খাদ্য পণ্যের রপ্তানিবাজার সম্প্রসারণ করতে প্রয়োজন নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য। সেই সাথে জনগণের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশাও বেড়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুদা ও দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছাবে। উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত ভিশন-২০৪১ ও SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশের সকল জনগন উন্নত বিশ্বের মতো নিরাপদ খাদ্যসহ সকল নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে বলে আমি আশাবাদী।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের জনগনের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত জনসচেতনতা, খাদ্যনমুনা পরীক্ষা ও গবেষণা, খাদ্যে ভেজালবিরোধী প্রচারাভিযান, অনিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, মজুত, প্রক্রিয়াকরণ ও বিক্রয় বন্ধে আইনি প্রদক্ষেপ গ্রহণসহ অন্যান্য কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ এ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মকাণ্ডের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হবে। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে অংশীজন একটি সম্যক ধারণা পাবেন। এতে জনগনের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার আরো জোরদার হবে।

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। যেকোন দপ্তর, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট দলিল হলো উক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানটির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি সুবিন্যস্ত প্রমাণক।

খাদ্যের মান ও নিরাপদতা নিয়ন্ত্রণে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ও রেগুলেটরি সংস্থা হিসেবে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যথাযথ ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রয়োগের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি সীমিত জনবল কাঠামো নিয়ে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে কাজ করে চলেছে। একদিকে ভেজালবিরোধী অভিযান যেমন পরিচালনা করছে; তেমনি গবেষণা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, খাদ্যস্থাপনা মনিটরিং, উঠান বৈঠক, পথনাটক, শুভেচ্ছাদূত নিয়োগের মাধ্যমে প্রচারণা, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও টিভিসি প্রচার, কর্মশালা, সচেতনতামূলক সেমিনার ইত্যাদি কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে অপুষ্টির ব্যাপকতা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। খাদ্যবাহিত রোগের মাত্রা ক্রমহ্রাসমান। কিন্তু পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে এখনও বহু মানুষ অপুষ্টিসহ নানাবিধ রোগ-ব্যাধির শিকার হয়ে জীবনযাপন করছেন, যা সুস্থ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে অন্তরায়। তাই বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের পাশাপাশি দরকার ভোক্তা পর্যায়ে জনসচেতনতা। উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে।

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রথমবারের মত পারিবারিক পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে প্রকাশিত হয় 'নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা' যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে সারাদেশে ব্যাপকভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি ও গবেষণা বিষয়ক ৪৪টি ল্যাবের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় 'Food and Chemical Lab Expo-2022'। আইএফসি'র সাথে যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় '10th International Food Safety Forum'। আর্ন্তজাতিক মানের সাথে দেশীয় খাদ্যপণ্যের মানের সমন্বয় ঘটানোর জন্য দেশি-বিদেশী সদস্যের সমন্বয়ে ২৭টি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে হারমোনাইজেশন সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তুত করা হয়। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পরামর্শ বা অভিযোগ করার জন্য প্রথমবারের মতো চালু হয় কর্তৃপক্ষের হটলাইন নাম্বার '১৬১৫৫'। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রাথমিক শ্রেণির বিজ্ঞান বইতে ২০২৩ সালে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট এর অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশব্যাপী ১৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে এ+, এ, বি ও সি ক্যাটাগরিতে গ্রেডিং স্টিকার প্রদান করা হয় যা প্রশংসার দাবীদার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুস্থ ও কর্মক্ষম জাতি। সুস্থ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যগ্রহণ। খাদ্যের মান ও নিরাপদতা নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এ প্রতিবেদনটি প্রকাশনা কার্যক্রমে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মো. ইসমাইল হোসেন এনডিসি

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

অবাধ তথ্যের প্রবাহ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং বিগত অর্থবছরের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন, ডকুমেন্টেশন, সংরক্ষণ এবং সারসংক্ষেপ আকারে অন্যান্য সংস্থা ও জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলির উপর "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩" প্রকাশ করা কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮৪ অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ববর্তী বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতি বছর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ সকলকে বিতরণ নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে। পাশাপাশি এ প্রতিবেদনটি অপরাপর সংস্থা ও জনগণের জন্য একটি রেফারেন্স বই হিসেবেও ভূমিকা রাখতে পারবে।

দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দীপ্ত পদক্ষেপে, নিজের চেষ্টা আর পরিশ্রমে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল-সারা বিশ্বের বিস্ময়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে খাদ্যসহ প্রতিটি মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সরকার বদ্ধ পরিকর। এর পেছনে নিয়ামক হেসেবে কাজ করছে বঙ্গবন্ধু কন্যা, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব। সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খলের উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপে নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তায় সর্বসাধারণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে প্রণীত হয় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩। এই আইন বাস্তবায়নে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

একটি সুখী-সমৃদ্ধ, সুস্থ, সবল এবং প্রগতিশীল জাতি বিনির্মাণের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, খাদ্য শৃঙ্খলের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে একসূত্রে আবদ্ধকরণ এবং দেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একনিষ্ঠভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাকে ধারন করে বর্তমান সরকারের জনকল্যাণমুখী সকল অনুজ্ঞা ও অঙ্গীকারের সফল বাস্তবায়নের পথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

দেশের মানবসম্পদ এবং জনস্বাস্থ্যের যথাযথ উন্নয়নে খাদ্য নিরাপদতা ও এর পুষ্টিমান নিয়ে সকলকেই সচেতন হতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথা উন্নত দেশের কাতারে পদার্পণে এবং বৈশ্বিক চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে অর্থনীতির উন্নয়ন ও কৃষিজ-খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টিসম্মত খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অবাধ সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩" উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি আশা ব্যক্ত করি। একই সাথে ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে এই প্রতিবেদনটি যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। আমি আশা করছি, বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেশি ও বিদেশি পরিমন্ডলে একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন হিসেবে কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করবে এবং অনেক ধরনের বিভ্রান্তি দূর করবে। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সম্পাদিত কার্যাবলি এবং কর্তৃপক্ষের অগ্রগতি বিষয়ে তথ্যবহুল প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রতিনিয়ত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় হচ্ছে, সেই সাথে কাজের পরিধি ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে একটি কার্যকর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মত চ্যালেঞ্জিং কাজ বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের কার্যাবলির রেকর্ড স্বরূপ এই বার্ষিক প্রকাশনাটি কার্যকরী হবে। এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন; শ্রম, মেধা, তথ্যাদি ও পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো: আব্দুল কাইউম সরকার

সদস্য (আইন ও নীতি)
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

বাণী

সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদাপূরণ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। যথাযথভাবে এ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইতোমধ্যে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। একটি টেকসই উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি খাদ্যের পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকল্পে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো "নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩" প্রণয়ন এবং এর আওতায় খাদ্য পুষ্টিমান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে সরকারের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ২০১৫ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই একদিকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সীমিত জনবল নিয়েই খাদ্যে ভেজালবিরোধী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে; তেমনি অন্যদিকে সেমিনার, খাদ্যস্থাপনা মনিটরিং, ক্যারাভান রোড শো, টিভিসি, পথনাটক, পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার, গণবিজ্ঞপ্তি, কর্মশালা, খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, গ্রেডিং সনদ প্রদান, খাদ্যকথন অ্যাপসের মাধ্যমে প্রচারণা, জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মসূচি, উঠান বৈঠক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনসচেতনতা, পাঠ্যপুস্তকে নিরাপদ খাদ্যের অর্ন্তভুক্তি, খাদ্যনমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা, স্বাস্থ্যসনদ বিতরণ, শুভেচ্ছাদূতের মাধ্যমে প্রচার ইত্যাদি কার্যাবলির মাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

যে কোন দপ্তর, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট প্রমাণক হলো উক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক কর্মযজ্ঞের একটি সুবিন্যস্ত প্রমাণক। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ৮৪ নং ধারা অনুসারে কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

তারই ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হচ্ছে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন। এই প্রকাশনাকে বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত, ছবি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিকতায় সমৃদ্ধ করতে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন দপ্তর ও শাখার কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার কমতি ছিলো না। বার্ষিক প্রতিবেদনটি যেমন একদিকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার একটি সুন্দর দলিল হয়ে থাকবে, অন্যদিকে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন গবেষনার কাজে প্রতিবেদনটিকে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটির গুণগত ও কাঠামোগত বিন্যাসে আন্তরিক প্রচেষ্টার কোন কমতি ছিলো না। তারপরও বানানজনিত ভুল, অবকাঠামোগত বিন্যাস এবং মুদ্রণজনিত কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে দুঃখ প্রকাশ করছি। প্রকাশনাটির প্রকাশের পেছনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রচেষ্টা ছিলো বর্ণনাতীত। বার্ষিক প্রতিবেদন কমিটির সদস্যসহ কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

প্রচ্ছদসহ অন্যান্য সামগ্রিক বিষয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার শুরু থেকে তাঁর মূল্যবান দিক্-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২৬/৯/২৩

আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান
সদস্য (যুগ্মসচিব)

আহ্বায়কের বাণী

এদেশের প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার বদ্ধ পরিকর। খাদ্য হলো মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা। প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্যই নিরাপদ খাদ্য। তাই বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভিশন হলো "জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য"। নিরাপদ খাদ্য যা মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যকে সকল প্রকার রোগ থেকে সুরক্ষিত রাখবে যা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে যথাযথ ভুমিকা রাখবে। এ ভাবনা থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী আগ্রহে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি প্রণয়ন করেছেন নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং ২০১৫ সালে গঠন করেছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮৪ অনুযায়ী "বার্ষিক প্রতিবেদন" প্রকাশ এবং সরকারের নিকট তা পেশ করা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬ (৩) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে বিতরণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিগত বছরের সম্পদিত কাজের মূল্যায়ন ও এ সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি তথ্যসমৃদ্ধ এ প্রতিবেদন অপরাপর সংস্থা ও জনগণের জন্য একটি তথ্যসূত্র হিসেবেও ভূমিকা রাখতে পারে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী বার্ষিক প্রতিবেদনটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়রম্যান বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। বার্ষিক প্রতিবেদনটি তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যগণ সময় ও শ্রম দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন এজন্য তাদের প্রতিও কৃজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি আশা করছি, বার্ষিক প্রতিবেদনটি অংশীজনদের নিকট একটি সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশ পাবে এবং কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করবে। সেইসাথে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সম্পাদিত বার্ষাবলি এবং অগ্রগতির বিষয়ে তথ্যবহুল প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের ভাবমূর্তি উজ্জল করবে বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আব্দুন নাসের খান

সম্পাদকীয়

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬ এর উপধারা ৩ অনুযায়ী বিগত বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এর উপর বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর এ বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকাশ করে আসছে। জনগনের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম, বাজেট বাস্তবায়ন এবং পারফরমেন্স মূল্যায়ন বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। সকল শ্রেণীর মানুষ যাতে প্রতিবেদনটির তথ্য সহজেই অনুধাবন করতে পারে, সেজন্য প্রতিবেদনে লেখা, চিত্র, গ্রাফ ও টেবিল আকারে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সেইসাথে কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত শাখা ও জেলা সমূহের জন্য নির্ধারিত বাজেট, কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা, তা বাস্তবায়নের তুলনামূলক অগ্রগতিও তুলে ধরা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স মূল্যায়নের একটি অনন্য দলিল। তাই ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম এ প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেইসাথে পূর্ববর্তী বছরসমূহের সাথে বিগত অর্থবছরের তুলনামূলক চিত্রও দেওয়া হয়েছে। যাতে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের অগ্রগতি সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব হয়। সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, SDG, প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসমূহ ও কর্তৃপক্ষ গৃহীত স্ট্র্যাটেজিক কৌশল (২০২২-২০২৬) অনুযায়ী কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিষয়টিও প্রতিবেদনে যাতে প্রতিফলিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

২০৪১ সালে উন্নত বিশ্বের কাতারে দাড়াতে হলে সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। সুস্থ-সবল, কর্মক্ষম ও মেধাবী জাতি গঠনে পুষ্টিসমৃদ্ধ, সুষম ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের বিকল্প নেই। সেইসাথে বর্হিবিশ্বে খাদ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানির জন্যও খাদ্যের নিরাপদতা অত্যাবশ্যক। তাই নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতে শস্য উৎপাদন হতে ভোগ পর্যন্ত সর্বোস্তরের সকল খাদ্যকর্মী ও প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আইন, বিধি বিধান, নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। মনিটরিং ও গ্রেডিং কার্যক্রম জেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। হোটেল-রেস্তোরাঁ ও খাদ্য কারখানার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মান, স্বীকৃত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হচ্ছে খাদ্য এবং ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ঝুঁকিতে নেওয়া হচ্ছে প্রতিকার।

২০২২-২৩ অর্থবছরটি বাংলাদেশ নিরপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ অর্থবছরে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছরে Standard Harmonization সংক্রান্ত ৬ টি খসড়া প্রবিধানমালা WTO তে নোটিফাই করা হয়। এতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিচিতি লাভ করে। এছাড়া খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষাগার সমূহের ডাইরেকটরী তৈরী এবং তা সফটওয়্যার ব্যবস্থায় হালনাগাদ তথ্য অংশীজনদের নিকট উপস্থাপন করা হয়। দেশের কৃষি ও খাদ্যপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনলাইনে ই-স্বাস্থ্য সনদ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাসে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট/আধেয় অন্তর্ভূক্তি STIRC প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং ছাত্রদের জন্য উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলির উপর "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩" প্রকাশ করা নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮৪ অনুযায়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশে সার্বিক সহাযোগীতার জন্য আমি কর্তৃপক্ষের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মো: আব্দুল কাইউম সরকার স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটির আহবায়ক জনাব আব্দুন নাসের খান স্যারের সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রতিবেদনটিকে করেছে সমৃদ্ধ। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটির সম্মানিত সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের, যারা সময়ে সময়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি ও সম্মানিত খাদ্য সচিব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি মহোদয়ের বাণী বার্ষিক প্রতিবেদনটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩" প্রণয়ন ও প্রকাশে পরিসংখ্যান কর্মকর্তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তার নিরলস প্রচেষ্ঠা ও আন্তরিকতার জন্য। এ প্রতিবেদন মুদ্রণে কৃপাসিন্ধু সরকার, গাজী মিয়া এবং শিমুল বাড়ৈসহ যাঁরা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতিও রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ।

মো. কাওছারুল ইসলাম সিকদার

সূচিপত্র

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	১৮
২.	জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ	২৩
৩.	কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির তথ্য সংক্রান্ত সভা	৩৪
৪.	কারিগরি কমিটি/Technical working group	৫৪
৫.	কর্তৃপক্ষের গঠন	৬৩
৬.	পাঠ্যপুস্তকে নিরাপদ খাদ্যের অর্ন্তভুক্তি সংক্রান্ত	৬৮
৭.	কর্তৃপক্ষের বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন ও বিচারিক কার্যক্রম	৬৯
৮.	সমঝোতা স্মারক	৭৬
৯.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কার্যক্রম	৭৯
১০.	খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষাগারগুলোর নেটওয়ার্ক স্থাপন, ল্যাব ডাইরেক্টরি হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	৮৭
১১.	খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও ফলাফল বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	৯১
১২.	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতামুলক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম	১০০
১৩.	লাইব্রেরি সংক্রান্ত	১০৯
১৪.	বিগত (২০২২-২৩) অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ ও অন্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত যৌথ প্রশিক্ষণের বিবরণ	১০৯
১৫.	কর্তৃপক্ষের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম	১১২
১৬.	তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন	১১৪
১৭.	জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ও অন্যান্য দিবস	১১৮
১৮.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	১২০
১৯.	কর্তৃপক্ষের গবেষণা ও প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম	১২৭
২০	STIRC প্রকল্প কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	১২৯
২১.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১৩৪
২২.	প্রকল্পের কার্যক্রম:	১৩৬
২৩.	উপসংহার	১৪১

সারসংক্ষেপ

খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা ও সাংবিধানিক অধিকার। মাতৃগর্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য অপরিহার্য। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য জরুরি হলেও তার চেয়ে বেশি জরুরি নিরাপদ খাদ্য। সুস্থ-সবল, মেধাবী ও কর্মঠ জাতি গড়ে তুলতে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। নিরাপদ খাবারের ওপরই নির্ভর করে আগামী প্রজন্মের শরীর, মন ও বুদ্ধির যথাযথ বিকাশ। নিরাপদ খাদ্য যেমন সবার জন্য প্রয়োজন, তেমনি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে প্রয়োজন পণ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রকিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণন প্রতিটি পর্যায়ে সচেতনতা। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের আপামর জনসাধারণের খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রো-অ্যাক্টিভ ও রি-অ্যাক্টিভ মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে চলেছে। অত্র কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন হতে ভোগ পর্যন্ত সকল স্তরের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধনের কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্যক্রমের মধ্যে জনসাধারণের মাঝে খাদ্য উৎপাদন হতে ভোক্তা পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা, স্কুল/কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল সেমিনার, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ এবং তা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ল্যাবে পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নমুনা বিশ্লেষণ করা, ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা, খাদ্য স্থাপনা মনিটরিং করা, খাদ্য স্থাপনায় নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট অসঙ্গতি পরিলক্ষীত হলে নিয়মিত পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা, অন্যান্য সরকারি সংস্থাকে খাদ্যের মান ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, বিপনন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করা অন্যতম।

বিগত অর্থবছরে উপদেষ্টা পরিষদের একটি এবং কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন হচ্ছে ৯ম গ্রেডের ৪টি ভিন্ন শূন্য পদে ১৭ জনকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদানের জন্য চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান। তাছাড়া ১৩-১৬ গ্রেডের ৪টি ভিন্ন শূন্য পদে ৩১ জনকে নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৩৭১ জন জনবলের মাঝে ৩১৯ জন জনবল কর্মরত আছে। এই স্বল্পসংখ্যক জনবল নিয়ে কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ০১ বিধিমালা ও ০১টি নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সারাদেশে অংশীজনদের অংশগ্রহণে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২১২টি "জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি"র সভা এবং উপজেলা পর্যায়ে নির্বাহী কর্মকর্তার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৩৮৮টি "উপজেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি"র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশের কৃষি ও খাদ্যপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনলাইনে স্বাস্থ্য সনদ/ই-হেলথ সার্টিফিকেট সিস্টেম চালু করেছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে অত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৬টি প্রতিষ্ঠানের ১৪টি খাদ্যপণ্যের ই-হেলথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষাগার সমূহের ডাইরেক্টরি তৈরী এবং তা সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনায় হালনাগাদ তথ্য অংশীজনের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। হারমোনাইজেশন এর নিমিত্ত ২৭ টি Technical Working Group গঠন করে কর্তৃপক্ষের বর্তমান প্রবিধি হালনাগাদসহ নতুন প্রবিধি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৬ টি খসড়া প্রবিধান WTO তে নোটিফাই করা হয়েছে। বাকি খসড়াগুলো একই প্রক্রিয়ায় WTO তে নোটিফাই এবং গেজেট নোটিফেকেশনের পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে।

নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার নিমিত্ত ৭ টি সচেতনতামূলক গণবিজ্ঞপ্তি কয়েক ধাপে ৫২ টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতকৃত টিভিসিসমূহ দেশের জনবহুল টিভি চ্যানেল (ডিবিসি নিউজ, নিউজ ২৪, বাংলা টিভি, এটিএন নিউজ, মাছরাঙ্গা টিভি, একুশে টিভি, চ্যানেল ২৪, এটিএন বাংলা, একাত্তর টিভি)-এ ৭৭০ মিনিট প্রচার করা হয়েছে। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে দেশে বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় ০৩টি রেডিওতে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক মোট ৩০০ মিনিটের বার্তা প্রচার করা হয়েছে। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩ ও পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে বিটিআরসি (BTRC) এর সহযোগিতায় সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ০২টি ক্ষুদে বার্তা **(Bulk SMS)** প্রেরণ করা হয়েছে। ৪৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনার/কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে এবং এতে প্রায় ৪৯,৫০০ জন শিক্ষার্থীকে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ২২০টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৬,৯৮০ অংশীজন/খাদ্যব্যবসায়ী-কে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গৃহিণীদের নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করার নিমিত্ত প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে ১৯২টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে মোট ৪,৮০০জন অংশগ্রহণ করেন।

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০৭০টি খাদ্য নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষান্তে ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৯৭৯ টি নমুনায় পরীক্ষিত প্যারামিটার অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে এবং ৯১ টি নমুনা অনুমোদিত মাত্রা বহির্ভূত। মাত্রা বহির্ভূত প্রাপ্ত নমুনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, পণ্য প্রত্যাহার, জনসাধারণের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারিসহ বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় হতে বিভিন্ন খাদ্য স্থাপনায় নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট অসংগতিজনিত কারনে বিএফএসএ'র নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৬৫ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১৩৬ জনকে দায়ী করে ১৩৬ টি মামলা দায়ের ও ১,৫৯,০০০০০/- (এক কোটি উনষাট লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব টিম কর্তৃক ১১৭৫৪ টি খাদ্যস্থাপনা (হোটেল, রেস্তোরাঁ, কাঁচা-বাজার, শিল্প,পাইকারি বাজার) খাদ্য-স্থাপনা পরিদর্শন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের নতুন ১৫৬টি খাদ্য-স্থাপনাকে গ্রেডিং প্রদান করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষে কর্মরত ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৫৯৭ জন কর্মকর্তা এবং (১৩-১৬) গ্রেডের ৩৮৯ জন কর্মচারীকে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ইন হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ৫ বছর (২০২২-২০২৬), মেয়াদী একটি পথনকশা (রোড ম্যাপ) প্রণয়ন করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিকরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ টেকসই ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বছরব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে।

ভূমিকা:

প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্যই নিরাপদ খাদ্য। অনিরাপদ খাদ্য শুধু স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণই নয় বরং দেহে বিভিন্ন রোগের বাসা বাধারও কারণ। নিরাপদ খাদ্য মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক অধিকার। তাই আমাদের খাদ্য নিরাপদ, পুষ্টিকর ও সুষম হওয়া প্রয়োজন। নিরাপদ খাদ্য একদিকে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে অন্যদিকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম করে। দীর্ঘজীবন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার অত্যাবশ্যক।

জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা ২, ৩, ৬, ৮, ১২, এবং ১৭ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চয়তার সাথে সম্পর্কিত। সরকার এসকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তিতে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দর্শনকে বাস্তবে রূপ দেবার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু হতে ভোক্তা পর্যন্ত দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়। এই আইন বাস্তবায়নে খাদ্যের পুষ্টিমান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে সরকারের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে ২০১৫ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

টেকসই উন্নত বাংলাদেশ এবং সুখী সমৃদ্ধ জাতি গঠনে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য অত্যাবশ্যক। খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার মাধ্যমে অপচয় ও ক্ষতি হ্রাস এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ সম্ভব হবে। এর দ্বারা প্রতিটি নাগরিকের সুস্বাস্থ্য ও পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ভবিষ্যতে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে গবেষণা ও বিদ্যমান পরীক্ষাগারসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কাজ করছে।

নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও সরকারের নিকট পেশ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিতরণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬ (৩) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

BFSA

১.১ রূপকল্প (Vision):

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্যশিল্প ও খাদ্যব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজকে সাথে নিয়ে যথাযথ বিজ্ঞান সম্মত বিধি-বিধান তৈরি, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন চেইন পরিবীক্ষণ এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থা সমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে ভোক্তার জীবন মান ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

১.৩ কৌশলগত লক্ষ্য (Strategic Objectives):

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় মেয়াদে ৫ (পাঁচ) বছর (২০২২-২০২৬) মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

SG 1: To establish BFSA as the single food safety authority of Bangladesh responsible for coordinating the overall food safety ecosystem. (সামগ্রিক নিরাপদ খাদ্য ইকোসিস্টেম সমন্বয়ের জন্য বিএফএসএ কে একটি একক নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা)।

SG 2: To establish science-based standards in compliance with the Food Safety Act, 2013 while respecting Bangladesh's international obligations. (নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা আমলে নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক মান (Standards) প্রতিষ্ঠা করা)।

SG 3: To strengthen the regulatory compliance mechanism through an effective and transparent structure in Bangladesh. (বাংলাদেশে একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিপালন পদ্ধতি শক্তিশালী করা)।

SG 4: To enhance the role of BFSA for food safety & nutrition and trade facilitation at the global level. (বৈশ্বিক পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি এবং বাণিজ্য সহজীকরণে বিএফএসএ এর ভূমিকা বৃদ্ধি করা)।

SG 5: To enhance effectiveness in scientific / technical work in food safety areas on a long- term basis. (নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বৈজ্ঞানিক/কারিগরি কর্মকান্ডের কার্যকারিতা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বাড়ানো)।

SG 6: To build capacity of all stakeholders in relation to food safety and nutrition. (খাদ্য নিরাপদতা এবং পুষ্টির ক্ষেত্রে সমস্ত অংশীজনদের সক্ষমতা তৈরি করা)।

SG 7: To build consumer awareness to increase the demand for safe and nutritious food. (নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাবারের চাহিদা বাড়াতে ভোক্তা সচেতনতা তৈরি করা)।

১.৪ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি (Functions):

- **কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি:**

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা।

- সাধারণ দায়িত্বাবলি:

ক) নিরাপদতার নিরিখে, উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও অন্যান্য প্রধান উৎস হইতে প্রাপ্ত খাদ্যসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞায়ন এবং উহাদের গুণগত মান সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং উহাদের কার্যাবলি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

খ) বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যের গুণগত মান (standard) বা নির্দেশনা (guideline) নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

গ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন খাদ্যের গুণগত মান বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যের গুণগত মানদন্ড বা নির্দেশনা নির্ধারণ;

ঘ) বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু (microbial contaminants), সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু (heavy metal), প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক (processing aid), খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য (food additive or preservative), মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তু এবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক (growth promoter), ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ঙ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু, সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু, প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক, খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য, মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তু এবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা না হলে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উহাদের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ;

চ) খাদ্যে তেজস্ক্রিয়তার সহনীয় মাত্রা সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ছ) খাদ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সনদের জন্য, সনদ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য অনুসরণীয় এ্যাক্রেডিটেনশনের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

জ) খাদ্য পরীক্ষাগারের এ্যাক্রেডিটেনশনের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ঝ) খাদ্যের ভেজাল ও মান নিরূপণে পরিচালিত পরীক্ষাগার পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণকালে পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

ঞ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন আমদানিতব্য খাদ্যদ্রব্যের মানদন্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা না হইলে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের মানদন্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ এবং তদ্‌ভিত্তিতে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ট) খাদ্য মোড়কীকরণ এবং মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশেষ পথ্য গুণ ও শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত দাবী প্রকাশের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং উহা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

ঠ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, বিশ্লেষণ, অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি নির্ধারণ এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ; এবং

ড) খাদ্যের নমুনা গ্রহণ ও বিশ্লেষণ এবং তৎসম্পর্কে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহিত তথ্য বিনিময়;

BFSA

- **কর্তৃপক্ষ , উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদনে, নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে:**

ক) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা বা বিধিমালা সংশোধন বা হালনাগাদকরণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

খ) নিম্নবর্ণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ এবং তুলনা বিশ্লেষণ, যথা:-

- খাদ্য গ্রহণজনিত কারণে স্বাস্থ্য-ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ;
- জৈবিক ঝুঁকির প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;
- খাদ্যদ্রব্যে দূষিত বস্তুর মিশ্রণের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;
- খাদ্যদ্রব্যে দূষণকারী বস্তুর অবশিষ্টাংশের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

গ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে বিদ্যমান পদ্ধতি হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ঘ) খাদ্যদ্রব্যের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ঝুঁকি বিষয়ক বার্তা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরণ এবং উহা জনসাধারণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) নিরাপদ খাদ্যের সংকট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান;

চ) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে তথ্য বিনিময়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান এবং এতদবিষয়ে বিদ্যমান অভিজ্ঞতা ও উত্তম অনুশীলন বিনিময়ের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা;

ছ) আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান;

জ) এই আইন বাস্তবায়নের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত এবং খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) খাদ্যদ্রব্য এবং স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারির বিদ্যমান স্ট্যান্ডার্ডকে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

ঞ) খাদ্যের গুণগত মানের বিষয়ে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম সমন্বয় সাধন;

ট) খাদ্য পরীক্ষা, গবেষণা ও মানদন্ড নির্ধারণ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাসমূহের মধ্যে ফলপ্রসু যোগাযোগ স্থাপন;

ঠ) আন্তর্জাতিক খাদ্য ও দেশীয় খাদ্যের গুণগত মানের মধ্যে সমতা আনয়নের কৌশল নির্ধারণ;

ড) নিরাপদ খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি; এবং

ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবিধান প্রণয়ন করা।

১.৫ কর্তৃপক্ষের চলমান কার্যাবলিঃ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের আপামর জনসাধারণের খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রো-অ্যাক্টিভ ও রি-অ্যাক্টিভমূলক নিম্নরূপ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে চলেছে ।

- বাংলাদশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্যক্রমের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিভিন্ন বিধি, প্রবিধি প্রণয়ন করা;
- অংশীজনদের সাথে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের নিরিখে মতবিনিময় করা;
- জনসাধারণের মাঝে খাদ্য উৎপাদন হতে ভোক্তার মুখ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা;

BFSA

- খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতে গৃহিণীদের নিয়ে উঠান বৈঠক, জন প্রতিনিধিদের নিয়ে মত বিনিময় সভা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ এবং তা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ল্যাবে পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নমুনা বিশ্লেষণ করা, ঝুঁকি নিরুপণ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা;
- কর্তৃপক্ষের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন (উন্নয়ন/ টেকনিক্যাল) প্রকল্প প্রণয়ন করা এবং তা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা;
- খাদ্যস্থাপনা মনিটরিং করা, খাদ্যস্থাপনায় নিরাপদ খাদ্যসংশ্লিষ্ট অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা, অন্যান্য সরকারি সংস্থাকে খাদ্যের মান বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করা অন্যতম;

- পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। ১৫ (পনেরো) হাজার পরিবারকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক উক্ত নির্দেশিকা বিতরণের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে;

- নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত অভিযোগ ও মতামতের জন্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব হটলাইন নাম্বার ১৬১৫৫ চালু করা হয়েছে; যা সকাল ০৮টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত সার্ভিস দিয়ে থাকে;

- 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩(৩)(ঠ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ২৭টি টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপগুলো ইতোমধ্যে খসড়া প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছেন। ১৫০ ধরনের খাদ্যপণ্যের গুণগতমান এবং নিরাপদতা নিশ্চিত করতে ১০,০০০ প্যারামিটার Harmonize করা হয়েছে। খসড়া প্রবিধিগুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO) নোটিফাই কার্যক্রম চলমান;

- খাদ্যের নিরাপদতা যাচাই সম্পর্কিত ৮৬৩ টি পরীক্ষণ প্যারমিটার সম্বলিত একটি অনলাইন Laboratory Information Repository প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান। যেখানে ইতোমধ্যে ৪৪টি ল্যাবের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের খাদ্যপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে টেকসই ল্যাবরেটরী নেটওয়ার্ক এবং উত্তম চর্চা সমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রসারের লক্ষ্যে স্টান্ডার্ড হারমোনাইজেশন এবং সর্বোত্তম অনুশীলনসমূহের কাজ করে যাচ্ছে;

- কর্তৃপক্ষ খাদ্য পণ্যের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে স্বাস্থ্য সনদ ইস্যু করছে যা খাদ্য ও খাদ্যপণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতে এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে বড় ভূমিকা রাখবে;
- অনলাইন মনিটরিং অ্যাপস "নজর" এর মাধ্যমে ১০টি খাদ্য স্থাপনাকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে;

- সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে তৃণমূল পর্যায়ে চলমান কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের জনবল সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করার কার্যক্রম চলমান আছে;

- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ আরো যুগোপযোগী এবং প্রায়োগিক করার লক্ষ্যে সংশোধনের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সংশোধনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদে প্রেরণের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে;

- নিরাপদ খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি এবং বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে ১৫টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

BFSA

২.০ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত আইনের ধারা-৩ অনুযায়ী 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ' গঠিত হয়েছে। আইন অনুযায়ী মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদে সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। উপদেষ্টা পরিষদের সভা বছরে দুইটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও এ অর্থবছরে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের ৭ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	: সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	: ২৯ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময়	: বিকাল ৩:০০ ঘটিকা
মাধ্যম	: অনলাইন (জুম অ্যাপস)

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, সকল সময়ে সকল নাগরিকের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই ধারাবাহিকতায় জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু হতে ভোক্তার দোরগোড়ায় দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে এবং তাঁর যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে প্রণীত হয় 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩'। এই আইন বাস্তবায়নে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ 'জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য" রূপকল্পকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

তিনি সভায় বলেন, খাদ্য শৃঙ্খলের প্রত্যেকটি ধাপে খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার্থে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত। সেই প্রেক্ষাপটে কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সমগ্র দেশে নিয়মিত খাদ্য স্থাপনা মনিটরিং, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, গ্রেডিং প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষের ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং ০৮টি মেট্রোপলিটন কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সভাপতি উল্লেখ করেন, দেশে খাদ্যের নিরাপদতার কার্যকর মান নির্ধারণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং নিরাপদতার মানসমূহের সাথে দেশে প্রচলিত মানসমূহের হালনাগাদ ও সমন্বয় সাধনের জন্য ২৭টি কমিটির সাহায্যে Harmonized Food Safety Regulations এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুচিন্তিত মতামত প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য আহবান জানান। তিনি বলেন, আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই দেশ হয়ে উঠবে নিরাপদ খাদ্যের কেন্দ্রস্থল এবং দেশে সৃষ্টি হবে দক্ষ ও মেধাবী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাদের হাত ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের SMART বাংলাদেশ বিকশিত হবে। অতঃপর সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সম্মানিত সদস্যগণের মূল্যবান মতামত আহবান করেন।

BFSA

আলোচ্যসূচি-১:

'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জানান যে, গত ১২ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে ইতোমধ্যে সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোনো আপত্তি/সংশোধন না থাকলে দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	কোনো আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১২ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ' এর ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২:

'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৬ষ্ঠ সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক) Codex Alimentarius Commission এর Contact Point নির্ধারণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগেই বিষয়টি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভায় উল্লেখ করেন, গত ১০ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর সভাপতিত্বে Codex Alimentarius Commission এর ফোকাল পয়েন্ট /Contact Point নির্ধারণ বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ফোকাল পয়েন্ট/ Contact Point নির্ধারণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এর সভাপতিত্বে খাদ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণকে নিয়ে পরবর্তী সভা আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি সভাকে অবহিত করেন যে, আগামী জুলাই মাসে বিষয়টি নিয়ে সভা আয়োজনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবক মহোদয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন যত দ্রুত সম্ভব উক্ত সভা আয়োজনের আশ্বাস প্রদান করেন।	যত দ্রুত সম্ভব বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এর সভাপতিত্বে সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও বিএসটিআই এর কর্মপরিধি সুনির্দিষ্টকরণ ও খাদ্য সামগ্রীর মান নির্ধারণ (Standardization) এর দায়িত্ব বিএসটিআই এর পরিবর্তে বিএফএসএ এর উপর ন্যস্তকরণ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিষয়টি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভায় জানান, 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' এর সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ১ম সভা গত ২২ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ অতিরিক্ত সচিব (আইন ও বিধি), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদ্যমান বিধান ও প্রস্তাবিত বিধানের তুলনা বিবরণীর পাশাপাশি বিল আকারে প্রস্তাবিত আইনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন ৪ শাখায় প্রেরণের নিমিত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের খাদ্যপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ দেশব্যাপী খাদ্যপণ্যের সঠিক মান এবং নিরাপদতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত সংশ্লিষ্ট বিধি-প্রবিধি এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত খাদ্যমানকে CODEX Standard এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্যান্য মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Standard Harmonization করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে সর্বমোট ২৭টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিসমূহ ইতোমধ্যে Regulations এর খসড়া প্রস্তুত করে বোর্ডের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেছেন। বোর্ডের অনুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত WTO তে notify করার কার্যক্রম চলমান আছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মতামত প্রাপ্তির পর স্টেকহোল্ডারগণের মতামত গ্রহণপূর্বক Regulations সমূহ চূড়ান্ত করা হবে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ (২)(গ) এ বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন কোনো খাদ্যের গুণগত মান বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা না হলে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যের গুণগত মানদন্ড বা নির্দেশনা নির্ধারণের দায়িত্ব কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩(৩)(ঠ) মোতাবেক আন্তর্জাতিক ও দেশীয় খাদ্যের গুণগত মানের মধ্যে সমতা আনয়নের কৌশল নির্ধারণের দায়িত্ব নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার বলেন, Codex Alimentarius Commission এর Contact Point নির্ধারণ এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও বিএসটিআই এর কর্মপরিধি সুনির্দিষ্টকরণ- দুইটি বিষয়ই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত-এর উপর ছিল। এছাড়া বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধিত আইন বিষয়ে বিএসটিআই এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের observation সমূহ খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা হয়েছিল। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় চাপ এবং খাদ্যপণ্য রপ্তানিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে Standard সমূহ আন্তর্জাতিক Standard সমূহের সাথে Harmonize করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	Standard Harmonization করার লক্ষ্যে সে সকল Regulations এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে তা আগামীতে সকলের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে চূড়ান্তকরণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির এ বিষয়ে বলেন, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০২৩ ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন-২০১৮ এ যথাক্রমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও বিএসটিআই এর কর্মপরিধি কী হবে তা স্পষ্টভাবে বলা আছে। আইনকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার। তিনি বলেন, মানের ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ যেমন টেকনিক্যাল এক্সপার্টগণকে দিয়ে কমিটি গঠন করেন; তেমনি বিএসটিআইও টেকনিক্যাল এক্সপার্টগণকে দিয়ে কাজ করেন। তিনি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কমিটি হিসেবে নিরাপদ খাদ্যের Amendment সমূহ উপদেষ্টা পরিষদে শেয়ার করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি নিরাপদ খাদ্যের সাথে সম্পর্কিত আইনসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে সংশোধনী প্রস্তাব প্রস্তুতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান বলেন, নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নেই এবং এ কারণেই নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। তবে সংশোধিত নিরাপদ খাদ্য আইনের খসড়াটি নিয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সাথে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে।	

গ) পাঠ্যপুস্তকে 'খাদ্য নিরাপদতা' সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংযোজন করে নতুন আঙ্গিকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট content সহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ এবং আগামী বছরের পাঠ্যপুস্তকে সুপারিশকৃত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কে অনুরোধ জানানো সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সভায় উপস্থাপন করেন যে, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়সমূহে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট/আধেয় সংযুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করা হয়েছে এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়সমূহে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট/আধেয় সংযুক্ত করার জন্য কনটেন্ট/আধেয় এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে পাঠানোর নিমিত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, কমিটির সদস্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রতিনিধি আগামী শিক্ষাবর্ষে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে মর্মে কমিটিকে অবহিত করেছেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম পাঠ্যপুস্তকে কন্টেন্ট/ আধেয় সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে যেন কপি-পেস্ট না করা হয় এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি Source বা Reference উল্লেখ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এ বিষয়ে মেয়র মহোদয়কে আশ্বস্ত করেন যে, কোনো ধরণের কপি পেস্ট করা হয়নি এবং আগামীতে কন্টেন্ট/আধেয় সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে সকল Reference উল্লেখ করা হবে।	ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ের খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়সমূহে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট/আধেয় সংযুক্ত করার কার্যক্রমটি দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

ঘ) INFOSAN এর Emergency Contact Point হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভায় উপস্থাপন করেন যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক INFOSAN Secretariat, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড-এ পত্র প্রেরণের নিমিত্ত সুইজারল্যান্ড এর বাংলাদেশি দূতাবাসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ হতে WHO Country Representative in Bangladesh বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, WHO Country Representative in Bangladesh এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করছেন।	INFOSAN এর Emergency Contact Point হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি ফলোআপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঙ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতীয় নিরাপদ খাদ্য নির্দেশনা (National Food Safety Directives) জারি সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সভায় উপস্থাপন করেন যে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য নির্দেশনা (National Food Safety Directives) জারি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭ এর তফসিল-৬ এর (খ) বিবিধ মাইকোটক্সিন সংযুক্ত ছকে বর্ণিত দূষকের মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যের নাম "যে-কোনো খাদ্য পণ্য" এর পরিবর্তে কোডেক্স ফুড কোডসহ সুনির্দিষ্ট করে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয়তার নিরীখে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য নির্দেশনা জারি অব্যাহত থাকবে। সময় সময় নির্দেশনাসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হবে।

চ) নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট মোবাইল কোর্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য Enforcement coordination Committee গঠন সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সভায় উপস্থাপন করেন যে, গত সভায় নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট মোবাইল কোর্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির' সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা Enforcement Coordination Committee নামে অভিহিত হবে। সভায় কমিটির একটি রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির আইনে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে কার্যকর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে সমন্বয়ের বিষয়টিকে তিনি অধিক অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' এর সভা নিয়মিতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।	নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট মোবাইল কোর্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে হতে এনফোর্সমেন্টের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি সাব কমিটি (Enforcement Coordination Committee) গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কমিটিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন

কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বলেন, কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে এবং নিয়মিত সভা আয়োজিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে তিনি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিবের সাথে একমত পোষণ করে এনফোর্সমেন্টের সাথে জড়িত কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সদস্যগণকে নিয়ে একটি সাব কমিটি (Enforcement Coordination Committee) গঠন করার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন, অনেক দপ্তর কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ না করায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ না করা হলে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোকপাত করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সভায় উল্লেখ করেন, যেহেতু এনফোর্সমেন্টের ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ অনেকাংশে জড়িত এবং তাদের বদলি/পদায়ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সম্পন্ন হয়; সেহেতু উক্ত কমিটিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ছ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বলেন, অত্যাবশ্যকীয় (Essential) পদসমূহ সৃজনের নিমিত্ত সাংগঠনিক কাঠামোর খসড়া নিয়োগকৃত পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামোর খসড়া পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার বলেন, কর্তৃপক্ষের সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপস্থাপন হওয়া প্রয়োজন। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির কর্তৃপক্ষের এসকল বিষয় পরিষদকে অবগত করার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	অত্যাবশ্যকীয় (Essential) পদসমূহ সৃজন এবং সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামোর প্রস্তাব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দেয়া হয়।

BFSA

জ) সকল রেস্তোরাঁর জন্য একটি সাধারণ নির্দেশনা (Common Directives) তৈরি এবং ফুটপাতে বিক্রয়কৃত খাবার সামগ্রীর নিরাপদতা সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জানান, ফুটপাতে নিরাপদ পথ খাবার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঢাকার ০৮টি স্ট্রিট ফুড জোন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত স্ট্রিটফুড জোন সমূহ হলো: মতিঝিল ব্যাংক পাড়া এলাকা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন এলাকা, রবীন্দ্র সরোবর, ধানমন্ডি, লালমাটিয়া, বেইলী রোড, পান্থপথ ও আগারগাঁও। সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রায় তিন শতাধিক পথ খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন করা হয়েছে। পথ খাবারকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে রাজধানীর আগারগাঁও ও বেইলী রোড এলাকায় দুইটি নিরাপদ স্ট্রিটফুড জোন প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে আগারগাঁও ও বেইলী রোড এলাকাস্থ ১৫০ জন খাদ্যকর্মীকে ০২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সকল খাদ্যকর্মীদের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহায়তায় সেইফটি ম্যাটারিয়ালস ক্রয় করা হয়েছে। নিরাপদ ইফতার নিশ্চিতের লক্ষ্যে গত মার্চ মাসে প্রায় ২০০ ইফতার প্রস্তুতকারীদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ড এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত MoU এর আলোকে ঢাকাসহ অন্যান্য পর্যটন এলাকার Street Food Vendor দের সমন্বিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ড এবং সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে বাকি জোনগুলোতে একই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় জানানো হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। স্ট্রিটফুড ভেন্ডরদের বারবার প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর তিনি গরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সিটি কর্পোরেশনের সাথে একযোগে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কয়েকটি রোডে শুক্রবার ও শনিবার ফুড ফেস্টিভাল আয়োজন নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি তিনি সভায় উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন জেলার ফুডসমূহ এসব ফুড ফেস্টিভাল-এ উপস্থাপন করা যেতে পারে মর্মে তিনি মতামত প্রদান করেন। তিনি জানান, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে ১০০টি Street Food Cart নামানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্যে নিশ্চিতের কাজে সিটি কর্পোরেশন আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে চায় মর্মে মাননীয় মেয়র সভাকে জানান। ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম Unified code of conduct বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকল রেস্তোরাঁর জন্য একটি সাধারণ নির্দেশনা (Common Platform) তৈরির বিষয়ে আলোকপাত করেন। মাননীয় মেয়র জানান, রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীরা একটি সেন্ট্রাল	১। কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। ২। কমিটি সকল রেস্তোরাঁর জন্য চেকলিস্টসহ একটি সাধারণ নির্দেশনা (Common Directives) প্রস্তুত করার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

কমিটি হতে মনিটরিং হোক এটির বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে কার্যকর করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। রেস্তোরাঁ মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় দেখা হবে তার একটি পরিপূর্ণ চেকলিস্ট তৈরির জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির জেলার খাদ্যের Brand গুলোকে তুলে নিয়ে আসার উপর গুরুত্বারোপ করেন। খাদ্যব্যবসায়ীদের সাথে নিয়ে খাদ্যের Brand সমূহ নিয়ে কাজ করার উপর তিনি আলোকপাত করেন। তিনি অনলাইনে ফুড বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে নজরদারি এবং অনলাইনে বিক্রিত খাদ্যের মানকে নিশ্চিত করার বিষয়ে জোর প্রদানের মতামত দেন। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি সভায় জানান, কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে এবং উক্ত কমিটি সকল রেস্তোরাঁর জন্য একটি সাধারণ নির্দেশনা (Common Directives) প্রস্তুত করার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	

ঝ) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নমুনা পরীক্ষা সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এ খাদ্য বিশ্লেষক না থাকায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে নমুনা পরীক্ষা সম্ভব হয়নি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে খাদ্য বিশ্লেষক হিসেবে ১ জনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। চলতি মাস হতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডাঃ ফজলে শামসুল কবির বলেন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সহযোগিতায় জনস্বাস্থ্য এনালিস্ট পাওয়া গিয়েছে। ল্যাবরেটরির কার্যক্রম চলমান আছে এবং ল্যাবরেটরি পুরোদমে কাজ করছে। কর্তৃপক্ষের সদস্য (খাদ্যভোগ ও ভোক্তা অধিকার) জনাব মোঃ রেজাউল করিম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. ইকবাল রউফ মামুন ল্যাবরেটরিসমূহের Accreditation এর উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। Inter Laboratory Comparison Test এর উপর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়ে তিনি সভায় উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ খাদ্যপণ্য পরীক্ষা এবং খাদ্য পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ খাদ্যপণ্য পরীক্ষার জন্য BCSIR এর ল্যাব ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদানের	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে এবং এই পরীক্ষাগারের মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য জেলা হতে প্রেরিত নমুনাসমূহ পরীক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হবে। BSTI, icddr,b, BCSIR, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ল্যাব ছাড়াও অন্যান্য Accreditated ল্যাবের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

BFSA

অনুরোধ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, খাদ্য নমুনা পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে BCSIR প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, খাদ্যপণ্য পরীক্ষার জন্য একটি ল্যাব যথেষ্ট নয়। BSTI, icddr,b, BCSIR, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ল্যাব ছাড়াও অনেক ল্যাব প্রয়োজন যেখানে খাদ্যপণ্য পরীক্ষা করা যায়। তিনি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি Reference Lab এবং ০৭টি বিভাগীয় পর্যায়ে ল্যাব তৈরির প্রকল্প হাতে নেয়া হচ্ছে মর্মে সভায় জানান। তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়কে একটি ফুড টেস্টিং ল্যাব স্থাপনের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভায় উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্যারামিটার অনুযায়ী বিভিন্ন পরীক্ষাগারের পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ সুবিধা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত একটি Food Testing Laboratory Information Repository গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	

আলোচ্য সূচি-৩:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সাথে MoU স্বাক্ষর এবং Food Related Disease এর পৃথক Database তৈরি সংক্রান্ত।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জানান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সাথে MoU স্বাক্ষর এর নিমিত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে গত ২২ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ১৩.০০.০০০০.০৬৬.২২.০০২.২১.১৮৪ নম্বর স্মারকে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বরাবর এবং Food Related Disease এর পৃথক Database তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গত ১০ আগস্ট ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ১৩.০০.০০০০.০৬৬.৯৯.০০১.১৯.২৩৪ নং স্মারকে সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। এছাড়া গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি. ১৩.০০.০০০০.০৬৬.২২.০০২.২১.৯৫ নং স্মারকে বিষয়সমূহ নিয়ে পুনরায় সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। তবে এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি জানানো হয়নি। কর্তৃপক্ষের সদস্য (খাদ্যভোগ ও ভোক্তা অধিকার) জনাব মোঃ রেজাউল করিম Food Related Disease এর পৃথক Database তৈরি অত্যন্ত জরুরী মর্মে সভায় উপস্থাপন করেন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব সভায় জানান, IEDCR এর নিজস্ব একটি ডাটাবেজ আছে। বিষয়টি নিয়ে আগামীতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবের সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। • লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির Public Health Engineering বিভাগকে সক্রিয় করার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। অনলাইনে ফুড বিক্রেতা এবং ক্রেতার একটি ডাটাবেজ তৈরি করা যায় কী না এ বিষয়ে তিনি সভায় উল্লেখ করেন।	১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সাথে MoU স্বাক্ষর এবং Food Related Disease এর পৃথক Database তৈরির বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবের সাথে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

BFSA

আলোচ্য সূচি-৪:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরগণের (দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক) সংখ্যা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বলেন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের কার্যক্রম তেমনভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তিনি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে স্থানীয় সরকারের আওতাভুক্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন সভায় উল্লেখ করেন, নিরাপদ খাদ্য নিয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি সমন্বয়ের বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানের জন্য আলোকপাত করেন। কার্যক্রমসমূহের Mapping এর উপর গুরুত্ব প্রদান জরুরী মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। কার কী ভূমিকা সেটি Mapping করে কার্যক্রম গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। গ্রামাঞ্চলে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের Role Define করে তাদেরকে নিয়োজিত করা যেতে পারে মর্মে তিনি জানান। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫১(১) এর বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন, এই আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগ করবে। তিনি উল্লেখ করেন, আইনে উল্লেখ আছে যে, উপধারা ১ এ যা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রয়োজনে সরকার বা স্থানীয় কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তাকে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে এবং দায়িত্ব পালনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একজন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক হিসেবে গণ্য হবেন। কর্তৃপক্ষের সদস্য (খাদ্যভোগ ও ভোক্তা অধিকার) জনাব মোঃ রেজাউল করিম বলেন, বর্তমানে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের সংখ্যা প্রায় ৭০০। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরগণের (দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক) সংখ্যা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শক্তিশালীকরণ জরুরী। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে ইন্সপেকশন এবং মনিটরিং এর ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব সভায় জানান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উপর একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে মর্মে তিনি সভায় জানান।	১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত ডেজিগনেটেড স্যানিটারি ইন্সপেক্টরগণের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়। ২। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের আওতাভুক্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

আলোচ্য সূচি-৫:

খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা চালুকরণ সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের সদস্য (খাদ্যভোগ ও ভোক্তা অধিকার) জনাব মোঃ রেজাউল করিম বলেন, খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা চালুকরণ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থাসমূহকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসা হয়েছে। এ বিষয়ে দেশে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির বলেন, বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় প্রাথমিক আলোচনা করা যেতে পারে।	খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা চালুকরণের বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির আগামী সভায় আলোচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের ৭ম সভার স্থিরচিত্র

খ) উপদেষ্টা পরিষদে এ যাবৎ অনুষ্ঠিত সভা সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সভা নং	সভার তারিখ
প্রথম সভা	০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫
দ্বিতীয় সভা	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
তৃতীয় সভা	১১ অক্টোবর ২০১৮
চতুর্থ সভা	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০
পঞ্চম সভা	২৪ জুন ২০২১
ষষ্ঠ সভা	১২ মে ২০২২
সপ্তম সভা	২৯ মে ২০২৩

BFSA

৩.০ কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত তথ্য

৩.১ "কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি"র ৯ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ১১:০০ টা
স্থান : প্রশিক্ষণ কক্ষ (লেভেল-৬)

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় গত ২১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৮ম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য সূচি-১

গত ২১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৮ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জানান যে, গত ২১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ৮ম সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে ইতোমধ্যে সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোনো আপত্তি/সংশোধন না থাকলে উক্ত কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	গত ২১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৮ম সভার কার্যবিবরণীতে কোনো প্রকার আপত্তি/সংশোধন না থাকায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্য সূচি-২

গত ২১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৮ম সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সভায় গত ২১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৮ম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

ক) ফল পাকানোর বিকল্প পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে ফল পাকানোর বিষয়ে গাইডলাইন/নির্দেশনা প্রণয়ন করার জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী বিশেষজ্ঞ কমিটিকে দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রযুক্তিসমূহের প্রায়োগিক দিকসমূহ যাচাই করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
বিশেষজ্ঞ কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং কমিটির প্রথম সভায় খসড়া গাইডলাইনটি Elaborately প্রস্তুতের জন্য ০৩ সদস্যের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং খসড়া গাইডলাইনটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত নেওয়া সাপেক্ষে চূড়ান্ত করা হবে। এছাড়াও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিকল্পভাবে ফল পাকানোর গবেষণা প্রস্তাব আহবান করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের কার্যক্রম চলমান আছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক জনাব সুব্রত কুমার দাস বলেন, গাইডলাইনটি চূড়ান্ত হলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গাইডলাইনটির খসড়া গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক দ্রুত চূড়ান্তকরণ এবং আগামী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

খ) প্রতি মাসেই সমন্বিত মোবাইল কোর্ট ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে প্রতি মাসেই সমন্বিত মোবাইল কোর্ট ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক জনাব সুব্রত কুমার দাস সভায় উল্লেখ করেন যে, সমন্বিত মোবাইল কোর্ট ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রমে ছোট ছোট Compliance গুলো ব্যবসায়ীগণকে ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং ব্যবসায়ীগণ তা পজেটিভভাবে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করছেন। তিনি প্রত্যেক সেক্টর হতে বাজারভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে উক্ত বাজারের মনিটরিংয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হলে তা আরও বেশি ফলপ্রসু হবে মর্মে সভায় জানান। মৎস্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মোঃ সাহেদ আলী সমন্বিত মনিটরিং কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ডেপুটি চিফ ইপিডিমিওলজিস্ট ড. শেখ শাহিনুর ইসলাম সভায় উল্লেখ করেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে উৎপাদন পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টি গভীরভাবে দেখা হচ্ছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর যুগ্মসচিব জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম কতটি মোবাইল কোর্ট হয়েছে, কী সংখ্যক মামলা হয়েছে, কী পরিমাণ সাজা হয়েছে তা আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বলেন, জেলা ও বিভাগীয় শহরে আগামীতে সমন্বিত মোবাইল কোর্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।	আগামী সভায় মোবাইল কোর্টের সংখ্যা, মামলার সংখ্যা, জরিমানা আদায়ের পরিমাণ এবং সাজা প্রদানের তথ্য উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

গ) মনিটরিং এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) সহ সকলকে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া কীটনাশক, মৎস্য ও পোল্ট্রি খাদ্য বিক্রেতাকে লাইসেন্সিং এর আওতায় নিয়ে আসার জন্য সমন্বিতভাবে সকলকে একযোগে কাজ করার অনুরোধ করা হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক জনাব সুব্রত কুমার দাস সভায় বলেন, কীটনাশক এবং ফার্টিলাইজার এর যেকোনো পর্যায়ের বিক্রেতার জন্য লাইসেন্স বাধ্যতামূলক। কীটনাশকের লাইসেন্সবিহীন খুচরা দোকান নেই বললেই চলে এবং এটিতে আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে মর্মে তিনি সভায় জানান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, কীটনাশক বিক্রির লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি সময় নিয়ে এবং যথাযথ ইন্সপেকশনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। তিনি জানান, আগামীতে বায়োপেস্টিসাইডের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য নতুন একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যা পিটাক কমিটির সভার মাধ্যমে কিছু দিনের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে। মৎস্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মোঃ সাহেদ আলী বলেন, মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে মৎস্য খাদ্য কারখানা, পরিবেশক, পাইকারী এবং খুচরা এই ০৪টি ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং অথরিটি জেলা মৎস্য কর্মকর্তা। পুরো দেশেই তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ডেপুটি চিফ ইপিডিমিওলজিস্ট ড. শেখ শাহিনুর ইসলাম সভায় উল্লেখ করেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে অ্যানিমেল ফিড বিক্রির লাইসেন্স প্রদান করা হয়। সকল Parameter Fulfill করেই লাইসেন্স নিতে হয় এবং লাইসেন্স ছাড়া কেউ পোল্ট্রি ফিড বিক্রি করতে পারে না। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তা নিয়মিত তদারকি করেন। তিনি উল্লেখ করেন, একটি আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব চালু হয়েছে এবং ল্যাবে নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের সচিব বলেন, উপস্থাপিত আলোচনা হতে জানা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত ০৩টি সংস্থাই লাইসেন্সিং এর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।	কীটনাশক, মৎস্য ও পোল্ট্রি খাদ্য বিক্রেতাকে লাইসেন্সিং এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। তবে নিয়মিত ইন্সপেকশন কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঘ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সাথে MoU স্বাক্ষরের জন্য MoU এর ড্রাফট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের নিমিত্ত নিরাপদ খাদ্য শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয় কে অনুরোধ করা হয় এবং অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
গত ২২ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ১৩.০০.০০০০.০৬৬.২২.০০২.২১.১৮৪ নম্বর স্মারকে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৭ম সভায় বিষয়টি উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

ঙ) আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর পর্যালোচনা বিষয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর প্রস্তাবসমূহ পুনরায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর প্রস্তাবসমূহ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ১৩.০২.০০০০.৩১১.১৮.০০২.২২.২ নম্বর স্মারকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের জন্য সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি) জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ সভায় উল্লেখ করেন, Imported Food এর Safety পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বা দেখভাল করার দায়িত্ব বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের। কোন কোন প্যারামিটার কোন মাত্রার উপরে থাকতে পারবে না তা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রবিধানমালায় উল্লেখ আছে। শুধুমাত্র ল্যাবরেটরি হতে টেস্ট রিপোর্ট নিয়ে কাস্টমস হতে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হলে Imported Food এর Safety কোনোভাবেই নিশ্চিত হবে না। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ যেটিতে গুরুত্ব প্রদান করতে চায় তা হলো Imported Food আমাদের Standard অনুযায়ী অথবা Codex Standard অনুযায়ী ভোক্তাগণের জন্য নিরাপদ কী না। তিনি সকল আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের সার্টিফিকেশন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হওয়া উচিত মর্মে তিনি সভায় উপস্থাপন করেন। আমদানিকৃত খাদ্যের নিরাপদতার Mechanism কী হওয়া উচিত তা নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করার বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মিরাজুল ইসলাম উকিল সভায় বলেন, এ বিষয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারে। এছাড়া তিনি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রস্তুত করে হোটেল রেস্তোরাঁ মালিক সমিতিকে প্রদান করা যায় কী না এ বিষয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর প্রস্তাবসমূহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের বিষয়টি ফলোআপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আমদানিকৃত খাদ্যের নিরাপদতার বিষয়ে Mechanism কী হওয়া উচিত তা নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চ) বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নের কমিটিসমূহে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং 'পেস্টিসাইড কারিগরি উপদেষ্টা কমিটিতে' বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
গত ১০ আগস্ট ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ১৩.০০.০০০০.০৬৬.৯৯.০০২.১৯.২৩৫ নং স্মারকে 'বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটিতে' বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানিয়ে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক জনাব সুব্রত কুমার দাস সভায় উল্লেখ করেন যে, 'বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটিতে' বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার পত্রটি কৃষি	'পেস্টিসাইড কারিগরি উপদেষ্টা কমিটিতে' বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

মন্ত্রণালয় হতে পিটাক এর চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিচালক, Plant Protection Wing এবং মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কে অবহিত করা হয়েছে। বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির সভায় বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। তবে বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ এ বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটিতে কে কে সদস্য থাকবেন তার উল্লেখ থাকায় কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি আইন সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত যা একটি দীর্ঘ মেয়াদি প্রক্রিয়া। তিনি সভায় জানান এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। হর্টিকালচার এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মনজুরুল হান্নান সভায় উল্লেখ করেন, যেহেতু বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ সংশোধন সময় সাপেক্ষ; সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধিকে Observer হিসেবে সভায় রাখা যেতে পারে এবং তিনি সভায় তার মতামত দিতে পারবেন।	

ছ) ফিস ফিড এবং আমদানিকৃত মৎস্য বা মৎস্য জাতীয় পণ্যে ফুড সেফটি প্যারামিটারসমূহ নিয়মিত পরীক্ষা এবং সকল আমদানি সার্টিফিকেটসমূহ যাচাই করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
মৎস্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মোঃ সাহেদ আলী বলেন, ০৩টি আন্তর্জাতিকমানের QC ল্যাবরেটরিতে ফিস ফিড নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে। ফলাফল সন্তোষজনক না হলে জরিমানা'সহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, দেশের বাইরে হতে আমদানিকৃত ফিস ফিড বা Raw Material এর Sample মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে সংগ্রহ করা হয় এবং তা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়।	বিষয়টি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জ) অনিরাপদ মাংস আমদানি বন্ধের ক্ষেত্রে প্রোটোকল/নীতিমালা প্রস্তুত সংক্রান্ত।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের সচিব সভায় জানান যে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হিমায়িত মাংস আমদানি ও বিতরণ সংক্রান্ত নীতিমালার একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হিমায়িত মাংস আমদানি ও বিতরণ সংক্রান্ত নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের নিমিত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

ঝ) পরিবেশ অধিদপ্তর কে শিল্প কারখানা ও শিল্পনগরীর ইটিপিসমূহের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের সচিব সভায় উপস্থাপন করেন, গত ১৪ আগস্ট ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ১৩.০০.০০০০.০৬৬.০০১.১৯.২৩৮ নং স্মারকে শিল্প কারখানা ও শিল্প নগরীর ইটিপিসমূহের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার অনুরোধ জানিয়ে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি জনাব দীপক কুমার চক্রবর্তী, উপসচিব বলেন, শিল্প কারখানা ও শিল্প নগরীর ইটিপিসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিসিক এর পরিচালক জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার বলেন, সাভারে স্থানান্তরিত ট্যানারি শিল্পের CETP ব্যবস্থাপনা অনেক Improve করেছে। তিনি পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং এবং সেখানে পরিবেশ অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক একটি অফিস থাকা প্রয়োজন মর্মে সভায় উপস্থাপন করেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার সভায় বলেন, সাভারে স্থানান্তরিত ট্যানারি শিল্পের অনেক প্রতিষ্ঠান এখনও পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণ করেনি। এক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নিয়মিত মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি সভায় জানান।	সাভারে স্থাপিত ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মিত মনিটরিং এবং সেখানে পরিবেশ অধিদপ্তর এর সার্বক্ষণিক একটি অফিসের বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঞ) 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে Enforcement Coordination Committee এর রূপরেখার খসড়া প্রস্তুতপূর্বক আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক Enforcement Coordination Committee নিম্নরূপে গঠনের বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করা হয়: ১. সদস্য (আইন ও নীতি), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ------- ----------আহবায়ক ২. প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ---------- সদস্য ৩. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ, সদর দপ্তর ----------সদস্য ৪. প্রতিনিধি, খাদ্য মন্ত্রণালয় ----------সদস্য ৫. প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয় ----------সদস্য ৬. প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ -----সদস্য ৭. প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ----------সদস্য ৮. প্রতিনিধি, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটলিয়ান ----------সদস্য ৯. প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ----------সদস্য ১০. প্রতিনিধি, মৎস্য অধিদপ্তর ----------সদস্য ১১. প্রতিনিধি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ----------সদস্য ১২. প্রতিনিধি, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর --------- ----------সদস্য ১৩. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন ---- ----------সদস্য	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক Enforcement Coordination Committee নিম্নরূপে গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১. সদস্য (আইন ও নীতি), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ---- ----------আহবায়ক ২. প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ---------- সদস্য ৩. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ, সদর দপ্তর ----------সদস্য ৪. প্রতিনিধি, খাদ্য মন্ত্রণালয় ----------সদস্য ৫. প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয় ----------সদস্য ৬. প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ---------- ----------সদস্য ৭. প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ----------সদস্য ৮. প্রতিনিধি, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটলিয়ান ----------সদস্য ৯. প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ----------সদস্য ১০. প্রতিনিধি, মৎস্য অধিদপ্তর ----------সদস্য ১১. প্রতিনিধি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ----------সদস্য ১২. প্রতিনিধি, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ------ ----------সদস্য

BFSA

১৪. প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর----------সদস্য ১৫. প্রতিনিধি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ----------সদস্য ১৬. প্রতিনিধি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ----------সদস্য ১৭. পরিচালক (খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ------- সদস্য সচিব উক্ত কমিটি নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক Enforcement এর ক্ষেত্রে সকল বিষয় সমন্বয় করবে এবং সকল রেঁস্তোরার জন্য একটি সাধারণ নির্দেশনা প্রস্তুত করার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	১৩. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন ----------সদস্য ১৪. প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর----------সদস্য ১৫. প্রতিনিধি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ----------সদস্য ১৬. প্রতিনিধি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ----------সদস্য ১৭. পরিচালক (খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ---- সদস্য সচিব কমিটির কার্য পরিধি হবে: ক) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক Enforcement এর ক্ষেত্রে সকল বিষয় সমন্বয়; খ) সকল রেঁস্তোরার জন্য একটি সাধারণ নির্দেশনা প্রস্তুত করা; গ) বিবিধ এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ট) খাদ্য নিরাপদতার প্যারামিটারসমূহ (যেমন: কৃত্রিম রঙ, হেভী মেটাল, রাসায়নিক রেসিডিউ, মাইক্রোবিয়াল দূষণ ইত্যাদি) পরীক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান এবং ফুড সেফটি সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফলসমূহ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণের জন্য জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটকে অনুরোধ করা হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
২৭ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ১৩.০২.০০০০.৫০৬.০৬.০০৩.১৬.৮২৮ নং স্মারকে খাদ্য নিরাপদতার প্যারামিটারসমূহ (যেমন: কৃত্রিম রঙ, হেভী মেটাল, রাসায়নিক রেসিডিউ, মাইক্রোবিয়াল দূষণ ইত্যাদি) পরীক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান এবং ফুড সেফটি সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফলসমূহ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণের জন্য পরিচালক, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ডা. এস এম মাহমুদুল হক বলেন, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট হতে ইতোমধ্যে একটি রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলসমূহ কী ফরম্যাটে প্রেরণ করলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজ হবে তিনি এরূপ একটি ফরম্যাট প্রেরণের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	ফুড সেফটি সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফলসমূহ কী ফরম্যাটে প্রেরণ করতে হবে এরূপ একটি ফরম্যাট তৈরি করে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঠ) Food Related Disease এর পৃথক Database তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের সচিব সভায় উপস্থাপন করেন, গত ১০ আগস্ট ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ১৩.০০.০০০০.০৬৬.৯৯.০০১.১৯.২৩৪ নং স্মারকে Food Related Disease এর পৃথক Database তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৭ম সভায় বিষয়টি উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

ঙ) Research Based কার্যক্রম পরিচালনাকে জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ফুড সেফটি সম্পর্কিত পাবলিকেশনসমূহ পর্যালোচনা করে কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের সচিব সভায় উপস্থাপন বলেন, গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতে প্রাপ্ত ফুড সেফটি সম্পর্কিত ৭০টি গবেষণাপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক গবেষণাপত্রসমূহকে ১২টি ক্যাটাগরিতে বিন্যস্ত করা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র এবং প্রাপ্ত গবেষণাপত্রসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ চলমান আছে।	কর্তৃপক্ষের গবেষণা শাখার মাধ্যমে ফুড সেফটি সম্পর্কিত পাবলিকেশনসমূহ পর্যালোচনা করে নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য সূচি-৩

Harmonization of Food Safety Regulation and Standards কার্যক্রম অবহিতকরণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি) বলেন, দেশের বিভিন্ন সংস্থা Standard তৈরির কাজ করে থাকেন। এসব Standard এর সাথে আন্তর্জাতিক Standard হারমোনাইজ করার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাইন্টিফিক ও টেকনিক্যাল এক্সপার্ট এবং Food Safety & Standards Authority India এর এক্সপার্টগণের সমন্বয়ে ২৭টি কমিটি তৈরি করেছে। কমিটিসমূহ বিভিন্ন খাদ্যের সেইফটি প্যারামিটারগুলোর একটি সিঙ্গেল ভ্যালু বা Standard ডেভেলপ করবেন। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান Standard Harmonization এর ড্রাফটসমূহের প্রাথমিক কার্যক্রমটি আগামী মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে সভায় জানান। পরবর্তীতে গেজেট নোটিফিকেশনের ক্ষেত্রে তিনি আইন মন্ত্রণালয়সহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।	Harmonization of Food Safety Regulation and Standards শীর্ষক কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে সকলকে একযোগে কাজ করার অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্য সূচি-৪

পাঠ্যপুস্তকে 'খাদ্য নিরাপদতা' সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম অবহিতকরণ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের সচিব বলেন, পাঠ্যপুস্তকে 'খাদ্য নিরাপদতা' সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়সমূহে বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট/আধেয় সংযুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করা হয়েছে এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়সমূহে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট/আধেয় সংযুক্ত করার জন্য কনটেন্ট/আধেয় এর খসড়া প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান আছে।	ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়সমূহে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট/আধেয় সংযুক্ত করার জন্য কনটেন্ট/আধেয় এর খসড়া চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে পাঠানোর নিমিত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

বিবিধ আলোচ্য সূচি-১

মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদারকরণসহ বিবিধ বিষয় সংক্রান্ত

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ সুপার মার্কেট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জাকির হোসেন উৎপাদন এবং আমদানি পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর ট্রেজারার জনাব মোঃ মঞ্জুর-ই-খোদা নিয়মিত বাজার মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট এর উপর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়ে সভায় উল্লেখ করেন। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর যুগ্মসচিব জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম সমন্বয় সভা নিয়মিত আয়োজন, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ, নিরাপদ খাদ্যের মানদন্ড ও গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ, নিরাপদ খাদ্য আইন সংশোধন, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনদ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ, শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি Preventive measure গ্রহণ, নিরাপদ খাদ্যের তথ্যসমূহ মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার, প্রত্যেক সদস্য ও কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বিষয়ভিত্তিক কমিটি ও উপকমিটি গঠন, বিধিমালা ও প্রবিধিমালাসমূহ মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণসহ কর্তৃপক্ষের জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করেন।	মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

BFSA

৩.২ "কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি"র ১০ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
তারিখ : ১৫ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : বেলা ২:৩০ টা
মাধ্যম : অনলাইন (জুম অ্যাপস)

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৯ম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য সূচি-১

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৯ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জানান যে, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ৯ম সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে ইতোমধ্যে সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোনো আপত্তি/সংশোধন না থাকলে উক্ত কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৯ম সভার কার্যবিবরণীতে কোনো প্রকার আপত্তি/সংশোধন না থাকায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্য সূচি-২

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৯ম সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সভায় গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৯ম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

ক) ফল পাকানোর বিকল্প পদ্ধতি সম্পর্কিত গাইডলাইন প্রণয়নের নিমিত্ত গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গাইডলাইনটির খসড়া গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক দ্রুত চূড়ান্তকরণ এবং আগামী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
৩ সদস্যের ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া গাইডলাইন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত গ্রহণ করা হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটি যাচাই-বাছাই করতঃ মতামত প্রদান করেন ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে ওয়ার্কিং কমিটির নিকট খসড়া গাইডলাইন প্রেরণ করেন। বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামতের ভিত্তিতে সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংশোধনপূর্বক চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আগামী ২১-০৬-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ খসড়া গাইডলাইন বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট পুনরায় দাখিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	গাইডলাইনটির খসড়া গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক দ্রুত চূড়ান্তকরণ এবং আগামী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার বলেন, কর্তৃপক্ষ থেকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ফল পাকানোর বিষয়ে গবেষণা প্রস্তাবনাতে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফল পাকানোর জন্য স্থায়ী রাইপেনিং চেম্বার বা অস্থায়ী রাইপেনিং বক্সের মডেল তৈরি করা সম্ভব হবে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফল পাকানোর বিষয়টি আরো জোরদার করা হবে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান ফল অপরিপক্ক এবং কার্বাইড দিয়ে পাকানো কি না সেটি নিশ্চিত হয়ে ফল ধ্বংস করার বিষয়ে সুপারিশ করেন। একইসাথে তিনি ফলে পেস্টিসাইড এবং হেভি মেটালের উপস্থিতি বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার বিষয়ে আলোকপাত করেন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব মোঃ রেজাউল করিম বলেন, অপরিপক্ক আম নিরাপদতার নিরিখে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। তবে এটি বাজারে বিক্রয় করলে ভোক্তাগণ প্রতারিত হতে পারেন। এক্ষেত্রে এ সমস্ত অপরিপক্ক আম ধ্বংস না করে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে বঞ্চিত জনগণের মধ্যে সরবরাহের সুপারিশ করেন। জনাব সুব্রত কুমার দাস, অতিরিক্ত উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের সমন্বিত কমিটির মাধ্যমে ফল বিশেষ করে আম পরিপক্ক হওয়ার সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। তিনি ফল পাকানোর বিকল্প পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক খসড়া গাইডলাইন চূড়ান্ত হওয়া সাপেক্ষে সেটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট পাঠানোর অনুরোধ করেন।	

খ) সভায় মোবাইল কোর্টের সংখ্যা, মামলার সংখ্যা, জরিমানা আদায়ের পরিমাণ এবং সাজা প্রদানের তথ্য উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

<table>
<tr><th>অগ্রগতি</th><th>সিদ্ধান্ত</th></tr>
<tr><td>২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টের তথ্য নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>মোবাইল কোর্টের সংখ্যা</th><th>দন্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা</th><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অর্থদন্ড</th><th>কারাদন্ড</th></tr>
<tr><td>১৫৫</td><td>১২৯</td><td>১২৯</td><td>১,৪৭,০০,০০০/-</td><td>০</td></tr>
</table>
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য (খাদ্যভোগ ও ভোক্তা অধিকার) জনাব মোঃ রেজাউল করিম এক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রো-এক্টিভ এপ্রোচ তথা অংশীজনদের মধ্যে খাদ্যের নিরাপদতা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।</td><td>বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত এনফোর্সমেন্টের বিষয়টি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।</td></tr>
</table>

গ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সাথে MoU স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিষয়টি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৭ম সভায় বিষয়টি উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সাথে MoU স্বাক্ষরের জন্য গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি. ১৩.০০.০০০০.০৬৬.২২.০০২.২১.৯৫ নং স্মারকে পুনরায় সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৭ম সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোনো প্রতিনিধি উক্ত সভায় যোগদান না করায় বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এবং কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বিষয়টি নিয়ে সরাসরি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবের সাথে আলোচনা করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত আছে।	বিষয়টি নিয়ে সরাসরি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

ঘ) আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর পর্যালোচনা বিষয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর প্রস্তাবসমূহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের বিষয়টি ফলোআপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আমদানিকৃত খাদ্যের নিরাপদতার বিষয়ে Mechanism কী হওয়া উচিত তা নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ১৩.০২.০০০০.৩২১.১৮.০০২.২২.২ নম্বর স্মারকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমদানিকৃত খাদ্যের নিরাপদতা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব সৌরেন্দ্র নাথ সাহা বলেন, আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর পর্যালোচনা বিষয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর প্রস্তাবসমূহ পূর্বে কর্তৃপক্ষ হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাই এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাবসমূহ পুনরায় প্রেরণ করা হয়নি। তবে আজকের সভার আলোচনার ভিত্তিতে তা দ্রুত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব মোঃ রেজাউল করিম এ বিষয়ে বলেন যে, আমদানিকৃত খাদ্যের নিরাপদতা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তা কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে তিনি এই প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মিরাজুল ইসলাম উকিল সভায় বলেন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান বলেন, আগামী বছরের জুলাই থেকে নতুন ইমপোর্ট পলিসি অর্ডার কার্যকর হবে যা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যেহেতু উক্ত প্রণয়নের কার্যনির্বাহী কমিটিতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি রয়েছেন, সেক্ষেত্রে খাদ্যের নিরাপদতা সংক্রান্ত যেসকল বিষয় ইমপোর্ট পলিসি অর্ডারে রাখা প্রয়োজন সেটি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে উত্থাপন করার বিষয়টি তিনি তুলে ধরেন।	আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর পর্যালোচনা বিষয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর প্রস্তাবসমূহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

ঙ) 'বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটিতে' বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
গত ২৮ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ১৩.০০.০০০০.০৬৬.৯৯.০০২.১৯.১৩২ নং স্মারকে 'বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটিতে' বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানিয়ে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর অনুরোধ জানিয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক জনাব সুব্রত কুমার দাস বলেন, উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিধিমালা সংশোধন কমিটি বিশেষজ্ঞগণকে নিয়ে সভা করেছেন এবং সভার কার্যবিবরণীতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে পিটাক- এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং উক্ত কার্যবিবরণী কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, সংশোধিত বিধিমালায় এটি অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে যেহেতু বিধিমালা সংশোধন সময়সাপেক্ষ; সেহেতু কর্তৃপক্ষ অবজারভার মেম্বার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য পিটাক- এর চেয়ারম্যান বরাবর পত্র প্রেরণ করতে পারেন। তবে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের মৌখিক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তিনি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অবজারবার মেম্বার হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে সভায় জানান। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব মোঃ রেজাউল করিম এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে পেস্টিসাইড ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে 'বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটিতে' অবজারবার মেম্বার হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানানো হয়।

চ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হিমায়িত মাংস আমদানি ও বিতরণ সংক্রান্ত নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের নিমিত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হিমায়িত মাংস আমদানি ও বিতরণ সংক্রান্ত নীতিমালার খসড়াটি চূড়ান্ত করার কার্যক্রম চলমান আছে। তবে যেহেতু আমদানিকৃত খাদ্যের নিরাপদতা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে, সেহেতু হিমায়িত মাংস আমদানি ও বিতরণ সংক্রান্ত নীতিমালার খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না তা নিয়ে নতুনভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হিমায়িত মাংস আমদানি ও বিতরণ সংক্রান্ত নীতিমালার খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ আমদানিকৃত খাদ্যের নিরাপদতা সংক্রান্ত প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না তা নিয়ে নতুনভাবে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

ছ) সাভারে স্থাপিত ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মিত মনিটরিং এবং সেখানে পরিবেশ অধিদপ্তর এর সার্বক্ষণিক একটি অফিসের বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
গত ২০ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ১৩.০০.০০০০.০৬৬.৯৯.০০৭.১৯.১২৪ নং স্মারকে ঢাকা জেলার সাভারে স্থাপিত ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মিত মনিটরিং এবং সেখানে পরিবেশ অধিদপ্তর এর সার্বক্ষণিক একটি অফিসের বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য যেন পোল্ট্রি ফিড এবং মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার না হয় সেদিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের বিষয়ে সভায় উল্লেখ করেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ডেপুটি চিফ ইপিডিমিওলজিস্ট ড. শেখ শাহিনুর ইসলাম সভায় উল্লেখ করেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে নিয়মিত Feed Mill পরিদর্শন এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট করা হচ্ছে। নিয়মিত খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশে উৎপাদিত গবাদিপশু দিয়ে কোরবানির শতভাগ চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে মর্মে তিনি সভায় উপস্থাপন করেন। জনাব মোঃ রেজাউল করিম, সদস্য (খাদ্যভোগ ও ভোক্তা অধিকার), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গুড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে কোনো ট্রাকিং সিস্টেম ডেভেলপ করা যায় কি না এবিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপসচিব জনাব নূর-ই-খাজা আলামীন বলেন, আসন্ন ইদ- উল আজহা উপলক্ষ্যে সাভারে ট্যানারি শিল্পের সিইটিপিসহ সকল ব্যবস্থাপনা শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিদর্শন করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে।	সাভারে স্থাপিত ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মিত মনিটরিং এবং সেখানে পরিবেশ অধিদপ্তর এর সার্বক্ষণিক একটি অফিসের বিষয়টি ফলোআপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

জ) নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট মোবাইল কোর্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের জন্য Enforcement Coordination Committee গঠন সংক্রান্ত:

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
বিষয়টি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং প্রস্তাবিত কমিটিতে সদস্য সংখ্যা কমিয়ে সরাসরি জড়িত মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সমন্বয়ে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৬ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩.০২.০০০০.০৬৬.০৬.০০১.১৯.১৪৩ নম্বর স্মারকের প্রজ্ঞাপন অনুসারে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট মোবাইল কোর্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে Enforcement Coordination Committee গঠন করা হয়: ১. সদস্য (আইন ও নীতি), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ----------আহ্বায়ক ২. প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ----------সদস্য ৩. প্রতিনিধি, মহা পুলিশ পরিদর্শক ----------সদস্য ৪. প্রতিনিধি, খাদ্য মন্ত্রণালয় ----------সদস্য ৫. প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ----------সদস্য ৬. প্রতিনিধি, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ------সদস্য ৭. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন ---সদস্য কমিটির কার্য পরিধি নিম্নরূপে নির্ধারিত হয়: ক) নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; খ) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কার্যক্রম Enforcement এর ক্ষেত্রে সমন্বয়; গ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন। লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ শাহীনুর ইসলাম এক্ষেত্রে 'প্রতিনিধি' শব্দটির পরিবর্তে 'অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার প্রতিনিধি'- শব্দগুচ্ছ রাখার প্রস্তাব করেন। কমিটিতে প্রতিনিধি চেয়ে পত্র প্রেরণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার প্রতিনিধি চেয়ে পত্র প্রেরণ এবং কমিটির কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। এক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের কার্যক্রমসমূহের সাথে যেসকল সংস্থা জড়িত তাদের কাজের সমন্বয়কে গুরুত্ব প্রদানের জন্য কমিটিকে অনুরোধ জানানো হয়।

ঝ) ফুড সেফটি সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফলসমূহ কী ফরম্যাটে প্রেরণ করতে হবে এরূপ একটি ফরম্যাট তৈরি করে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এর গত ০৭ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের প্রশাসন/২০২৩/৪২৯ স্মারকের পত্র মারফত জানানো হয় যে, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি (PHL) এ খাদ্য ও পানি নমুনার পরীক্ষা নিম্নরূপ: ➢ আদ্রতা; ➢ অ্যাস; ➢ ফ্যাট; ➢ এসিডিটি; ➢ সলিউবল সলিড; ➢ ফ্রি ফ্যাটি এসিড; ➢ স্যাপোনিফিকেশন ভ্যালু; ➢ আয়োডিন মান; ➢ বি আর বিডিং; ➢ টোটাল হার্ডনেস; ➢ ক্লোরাইড ➢ গ্লুটেন (প্রোটিন); ➢ সুক্রোজ; ➢ বাউডুইন; ➢ মিল্ক ফ্যাট; ➢ টোটাল মিল্ক সলিড; ➢ এড ফাইবার; ➢ টোটাল সুগার; ➢ ফায়েস টেস্ট; ➢ পি এইচ; ➢ টোটাল ডিসলব সলিড; ➢ এ্যামোনিয়া এছাড়াও খাদ্য ও পানির বেশ কিছু ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক পরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। উল্লেখ্য যে, PHL-ল্যাব মূলত খাদ্য ও পানির গুণগত মান নির্ধারণ করে থাকে। NFSL এ খাদ্য নমুনার কৃত্রিম রং, ভারী ধাতু, মাইক্রোবিয়াল দূষণসহ অন্যান্য প্যারামিটার নির্ধারিত ফি গ্রহণের মাধ্যমে টেস্ট করা হয়। IPH-এর NFSL-এ কৃত্রিম রং ভারী ধাতু, মাইক্রোবিয়াল দূষণসহ অন্যান্য প্যারামিটার পরীক্ষা করা হচ্ছে যা নির্দিষ্ট ফি গ্রহণের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত ফি সরকারি কোষাগারে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করা হয়। যেহেতু, HPLC, HPTLC, GCMS, HPLCMSMS ও মাইক্রোবায়োলজিতে ব্যবহৃত স্পেশাল মাইক্রোস্কোপসহ রি এজেন্ট সংশ্লিষ্ট মেশিন গ্রেডের হওয়ায় তার মূল্য অত্যাধিক, ফি এর মাধ্যমে পরীক্ষা করায় সরকারি টাকার সাশ্রয় হচ্ছে এবং সরকার রেভিনিউ পাচ্ছে। খাদ্য নমুনার কৃত্রিম রং, ভারী ধাতু, মাইক্রোবিয়াল দূষণসহ অন্যান্য প্যারামিটার পরীক্ষা PHL ল্যাবে করা সম্ভব হবে যদি- HPLC, HPTLC, GCMS, HPLCMSMS ও মাইক্রোবায়োলজিতে ব্যবহৃত স্পেশাল মাইক্রোস্কোপসহ রিএজেন্ট সরবরাহ, যথাযথ ট্রেনিং, মেইন্টেন্যান্স ও অবকাঠামোর উন্নয়ন ও মেইন্টেন্যান্স বাবদ পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। বর্তমানে ক্রয় বন্ধ থাকায় আমাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত মেশিন, রি-এজেন্ট, ট্রেনিং, মেইন্টেন্যান্স ও অবকাঠামোর উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বলেন, ইতোমধ্যে গবেষণার ফলাফল পাওয়া গিয়েছে এবং তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।	যেহেতু জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এর PHL-ল্যাব মূলত খাদ্য ও পানির গুণগত মান পরীক্ষা করে, সেহেতু কৃত্রিম রঙ, হেভী মেটাল, রাসায়নিক রেসিডিউ, মাইক্রোবিয়াল দূষণ ইত্যাদি পরীক্ষার বিষয়ে NFSL সহ অন্যান্য ল্যাবরেটরিকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

ঞ) Food Related Disease এর পৃথক Database তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগকে অনুরোধ জানানোর বিষয়টি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৭ম সভায় বিষয়টি উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি. ১৩.০০.০০০০.০৬৬.২২.০০২.২১.৯৫ নং স্মারকে Food Related Disease এর পৃথক Database তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পুনরায় সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৭ম সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোনো প্রতিনিধি উক্ত সভায় যোগদান না করায় বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এবং কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বিষয়টি নিয়ে সরাসরি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবের সাথে আলোচনা করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত আছে।	বিষয়টি নিয়ে সরাসরি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ট) Harmonization of Food Safety Regulation and Standards কার্যক্রম অবহিতকরণ সংক্রান্ত

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
Harmonization এর মাধ্যমে খসড়া Regulations সমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৩ টি Regulations WTO তে নোটিফিকেশন এর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। একই প্রক্রিয়ায় সব Regulations গেজেট নোটিফিকেশন এবং WTO তে পাঠানো হবে। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বলেন, Regulations সমূহের খসড়া অংশীজনের মতামত গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে চূড়ান্ত করা হবে।	Regulations সমূহের খসড়া অংশীজনের মতামত গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঠ) পাঠ্যপুস্তকে 'খাদ্য নিরাপদতা' সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম অবহিতকরণ:

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের জন্যে কনটেন্ট/আধেয় প্রস্তুত করা হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কমিটির সদস্যগণের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কনটেন্ট/আধেয় চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে পাঠানোর নিমিত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হবে।	৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়সমূহে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট/আধেয় সংযুক্ত করার জন্য কনটেন্ট/আধেয় এর খসড়া চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে পাঠানোর নিমিত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

ঙ) মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত
ঢাকাসহ সারাদেশে মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম (মোবাইল কোর্ট) জোরদারকরণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত ১০,৬২১টি খাদ্য স্থাপনা মনিটরিং করা হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৫৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। ফুটপাতে নিরাপদ পথ খাবার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঢাকার ০৮টি স্ট্রিট ফুড জোন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত স্ট্রিটফুড জোন সমূহ হলো: মতিঝিল ব্যাংক পাড়া এলাকা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন এলাকা, রবীন্দ্র সরোবর, ধানমন্ডি, লালমাটিয়া, বেইলী রোড, পান্থপথ ও আগারগাঁও। সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রায় তিন শতাধিক পথ খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন করা হয়েছে। পথ খাবারকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে রাজধানীর আগারগাঁও ও বেইলী রোড এলাকায় দুইটি নিরাপদ স্ট্রিটফুড জোন প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে আগারগাঁও ও বেইলী রোড এলাকাস্থ ১৫০ জন খাদ্যকর্মীকে ০২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সকল খাদ্যকর্মীদের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহায়তায় সেইফটি ম্যাটারিয়ালস ক্রয় করা হয়েছে। নিরাপদ ইফতার নিশ্চিতের লক্ষ্যে গত মার্চ মাসে প্রায় ২০০ ইফতার প্রস্তুতকারীদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ড এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত MoU এর আলোকে ঢাকাসহ অন্যান্য পর্যটন এলাকার Street Food Vendor দের সমন্বিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ড এবং সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে বাকি জোনগুলোতে একই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আলোচ্য সূচি-৩

বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নের কমিটিসমূহে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জনাব সুব্রত কুমার দাস, অতিরিক্ত উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা এর স্টিয়ারিং কমিটিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত আছে। আগামী জুলাই-আগস্ট মাসে কমিটির সভা আয়োজনের সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত আছে। তবে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা এর টেকনিক্যাল এবং সার্টিফিকেশন কমিটিতে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি নেই। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।	বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা এর টেকনিক্যাল এবং সার্টিফিকেশন কমিটিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BFSA

বিবিধ আলোচ্য সূচি-১

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রবিধিমালাসমূহ মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে সংশোধন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনদ প্রদান সংক্রান্ত।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বলেন, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর সংশোধিত খসড়া পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞাপন ও দাবি এবং প্রশাসনিক জরিমানা সংক্রান্ত ০২টি প্রবিধানমালার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এর উপর মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর যুগ্মসচিব জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনদ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানের বিষয়ে সভায় উল্লেখ করেন। তিনি নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর আলোকপাত করেন। সংশোধিত আইনে বিষয় ২টি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তিনি মতামত প্রদান করেন।	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর সংশোধিত খসড়ায় বিষয়সমূহ বিবেচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ১০ম সভার স্থিরচিত্র

BFSA

৩.৩ কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির অনুষ্ঠিত সভা সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত):

সভা নং	সভার তারিখ
প্রথম সভা	১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬
দ্বিতীয় সভা	১৮ মে ২০১৭
তৃতীয় সভা	০১ নভেম্বর ২০১৭
চতুর্থ সভা	০২ ডিসেম্বর ২০১৮
পঞ্চম সভা	০৮ আগস্ট ২০১৯
সপ্তম সভা	০৬ ডিসেম্বর ২০২১
অষ্টম সভা	২১ জুন ২০২২
নবম সভা	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
দশম সভা	১৫ জুন ২০২৩

৩.৪ জেলা ও উপজেলায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি:

জনগণের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে "নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি" গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেন জেলায় দায়িত্বরত নিরাপদ খাদ্য অফিসার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সারাদেশে অংশীজনদের অংশগ্রহণে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়গণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২১২টি "জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি"র সভা এবং উপজেলা পর্যায়ে নির্বাহী কর্মকর্তার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৩৮৮টি "উপজেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি"র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪.০ কারিগরি কমিটি/Technical Committees:

নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭ এর ধারা ০৩ এর (০২) মোতাবেক ০৮টি বিষয়বস্তুর উপর কারিগরি কমিটি গঠন করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে ৬টি কারিগরি কমিটি গঠনপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিটিগুলো হচ্ছে

ক্রমিক	কারিগরি কমিটির নাম
(ক)	খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্যসংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ক (Food Additives, Flavoring, Processing Aids & Materials)
(খ)	কীটনাশক ও অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ বিষয়ক (Pesticides & Antibiotics Residues)
(গ)	জেনেটিক্যালি সংশোধিত জীবাণু ও খাদ্য বিষয়ক (Genetically Modified Organisms and Foods)
(ঘ)	জৈবিক ঝুঁকি (Biological Risk and Biosecurity) বিষয়ক
(ঙ)	খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু বিষয়ক (Contaminants in the Food Chain)
(চ)	মোড়ক পরিচিতি বিষয়ক (Labeling and packaging)

৪.১ কারিগরি কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন বিষয়ক:

বর্তমানে উল্লিখিত ০৬ টি বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে কারিগরি কমিটি গঠনপূর্বক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি কারিগরি কমিটি ০৭ থেকে ০৯ সদস্য নিয়ে গঠিত এবং কমিটির মেয়াদকাল ০৪ বছর। কমিটির সদস্যগণ একাদিক্রমে ০২ বছর মেয়াদের অধিক একই কমিটিতে এবং একই সময়ে ০২টির অধিক কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকতে পারে না।

৪.২ কারিগরি কমিটির সাচিবিক সহায়তা:

কারিগরি কমিটিসমূহের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রতিটি কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব ও বিকল্প দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য কর্তৃপক্ষের ২ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট কমিটির বিশেষজ্ঞ সদস্যগণের সাথে ওয়ান টু ওয়ান যোগাযোগ করেন এবং কমিটিতে তাদের প্রাথমিক ভূমিকা সম্পর্কেও অবহিত করেন।

৪.৩ সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী সদস্যদের নামের তালিকা:

ক্রমিক	কমিটির নাম	সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তার নাম	সহযোগী বিকল্প কর্মকর্তার নাম
ক.	লেবেলিং এবং প্যাকেজিং সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কমিটি (Technical Committee on Labelling and Packaging)	জনাব মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার অতিরিক্ত পরিচালক, পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	জনাব আব্দুল্লাহ্ জোবায়ের, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক সমন্বয় শাখা
খ.	কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ বিষয়ক (Technical Committee on Pesticides & Antibiotics Residues)	জনাব অমিতাভ মন্ডল, অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব)-প্রয়োগ অনুবিভাগ	জনাব সৌরভ কুমার সিংহ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিরাপদ খাদ্য প্রতিপালন (শিল্প) শাখা
গ.	জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব ও খাদ্য সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কমিটি (Technical Committee on Genetically Modified Organisms and Foods)	জনাব মোহাম্মদ আতিকুর রহমান মজুমদার, অতিরিক্ত পরিচালক, (উপসচিব)-সংস্থাপন অনুবিভাগ	জনাব মোছাঃ নাজনীন আক্তার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পুষ্টিমান সমন্বয় শাখা
ঘ.	জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি খাদ্য সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কমিটি (Technical Committee on Biological Risk and Biosecurity)	জনাব ড. সহদেব চন্দ্র সাহা পরিচালক (খাদ্যের বিশুদ্ধতা ও পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম বিভাগ)	জনাব সুমেন মজুমদার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা খাদ্যবাহিত রোগ নজরদারী শাখা
ঙ.	খাদ্য-শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু বিষয়ক (Technical Committee on Contaminants in The Food Chain)	ডঃ মোহাম্মদ মুসলিম, পরিচালক (খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক সমন্বয় বিভাগ)	জনাব শাওরিন ইসলাম বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পরীক্ষাগার মানসনদ সমন্বয় শাখা
চ.	খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্যসংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ক (Technical Committee on Food Additives, Flavoring, Processing Aids & Materials)	জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান উপপরিচালক খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম বিভাগ	জনবা মো:তাইফ আলী গবেষণা কর্মকর্তা ঝুঁকি নিরুপণ শাখা

BFSA

৪.৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে কারিগরি কমিটি/Technical Committees এর অনুষ্ঠিত সভার সময়সূচি:

ক্রমিক	কারিগরি কমিটির নাম	সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ
১.	খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু (Food Additives, Flavoring, Processing Aids & Materials)	১৪ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি.
২.	জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব ও খাদ্য সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কমিটি (Technical Committee on Genetically Modified Organisms and Foods)	১৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.
৩.	খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু (Food Additives, Flavoring, Processing Aids & Materials)	২৩ মার্চ ২০২৩ খ্রি.

৪.৫ কারিগরি কমিটির সভা সংক্রান্ত তথ্য:

৪.৫.১ খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ক কারিগরি কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	প্রফেসর ড. মো: শামসুদ্দীন, সভাপতি, বর্ণিত কমিটি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
সভার স্থান	কনফারেন্স রুম (লেভেল-০৬), বিএফএসএ।
তারিখ ও সময়	১৪ নভেম্বর ২০২২, সোমবার, সময়: বেলা ০২.০০টা

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মো: আব্দুল কাইউম সরকার বর্ণিত কারিগরি কমিটির গুরুত্বারোপ বর্ণনা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের কারিগরি কমিটিসমূহকে কার্যকর করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে আয়োজিত খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ে কারিগরি কমিটির ১ম সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে তিনি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান-কে সভা সঞ্চালনা করার অনুরোধ জানান। অত:পর কর্তৃপক্ষের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মো: তাইফ আলী কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম, গঠন, খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি, গৃহীত পদক্ষেপ এবং কারিগরি কমিটি বিধিমালা, ২০১৭-এর উপর একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ে কারিগরি কমিটির খসড়া কার্যপরিধি ও উক্ত বিষয় সম্পর্কিত উদ্বেগসমূহের উপর আলোকপাত করেন।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০১	**পরিচিতি পর্ব, সভাপতি ও সদস্য সচিব নির্ধারণ:** পরিচিতি পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর বর্ণিত কারিগরি কমিটির সদস্যবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে কমিটির সভাপতি হিসেবে প্রফেসর ড. মো: শামসুদ্দীন, ভাইস চ্যান্সেলর, জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, গাজীপুর ও সাবেক প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সদস্য সচিব হিসেবে ড. মো: জহুরুল হক, সিনিয়র ফুড সেফটি অ্যাডভাইজার, STIRC প্রকল্প, বিএফএসএ এবং সাবেক পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (BCSIR)-কে মনোনয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়। কমিটি অফিসার জানান যে, কমিটির সদস্য ড. মো: হুমায়ন কবির বার্ধক্যজনিত কারণে কমিটির সদস্য হতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এ প্রেক্ষিতে, ড. মো: শামসুদ্দীন জনাব ড. মো: জহুরুল ইসলাম-কে একজন সদস্য অন্তর্ভূক্তকরণের নিমিত্ত নাম প্রস্তাবের অনুরোধ করেন। ড. মো: জহুরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট অব ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (BCSIR)-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মো: তরিকুল হাসান-কে মনোনয়নের জন্য সুপারিশ করেন।	০১। কমিটির সভাপতি হিসেবে প্রফেসর ড. মো: শামসুদ্দীন, ভাইস চ্যান্সেলর, জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, গাজীপুর ও সাবেক প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সদস্য সচিব হিসেবে ড. মো: জহুরুল হক, সিনিয়র ফুড সেফটি অ্যাডভাইজার, STIRC প্রকল্প, বিএফএসএ এবং সাবেক পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (BCSIR)-কে সুপারিশ করা হয়। ০২। জনাব মো: তরিকুল হাসান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ইনস্টিটিউট অব ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (BCSIR) -কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়।
০২	কর্তৃপক্ষের গবেষণা কর্মকর্তা ও কমিটি অফিসার জনাব মো: তাইফ আলী বর্ণিত কারিগরি কমিটির খসড়া কার্যপরিধি উপস্থাপন করেন এবং কমিটির সদস্যগণ খসড়া কার্যপরিধি নিয়ে মতবিনিময় করেন	খসড়া কার্যপরিধির সফট কপি কমিটির সকল সদস্যকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরবর্তী সভায় খসড়া কার্যপরিধি দৃঢ়ীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৩	**খাদ্যদ্রব্যে অনুমোদনহীন রং এর ব্যবহার এবং খাদ্য রং ও প্রিজারভেটিভ-এর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা:** কমিটির সদস্য ড. মো: বোরহান উদ্দিন জানান যে, মটরশুটিসহ অন্যান্য অনেক শাক-সবজিকে আকর্ষণীয় এবং উচ্চ দামে বিক্রির নিমিত্ত বিভিন্ন ধরণের রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কমিটি অফিসার জনাব মো: তাইফ আলী কমিটিকে জানান যে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেকারি ও মিষ্টি শিল্পে কি ধরণের রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তা নিয়ে একটি ছোট আকারে জরিপ পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, অধিকাংশ রঞ্জক পদার্থ মোড়কবিহীন পাওয়া যায় এবং যে সব রঞ্জক পদার্থের মোড়ক রয়েছে সে সব মোড়কের অনেকাংশের	শাক-সবজি যেমন: মটরশুটি, কাঁচামরিচ, পটল ইত্যাদি এবং অন্যান্য মসলাতে প্রয়োগকৃত রঞ্জক পদার্থ বিভিন্ন দেশে যেমন: ভারত ব্যবহৃত সহজ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে রঞ্জক পদার্থ যাচাই করা যেতে পারে।

BFSA

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	লেবেল সঠিক নয়। এক্ষেত্রে অনুমোদিত রঞ্জক পদার্থ এবং অননুমোদিত রঞ্জক পদার্থের পার্থক্য করা কঠিন। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন খাদ্য পরীক্ষাগারে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু কোনো পরীক্ষাগারেই খাদ্য নমুনা বা লেবেলবিহীন রঞ্জক পদার্থের মোড়ক হতে অজানা রঞ্জক পদার্থ সনাক্তকরণের পরীক্ষণ পদ্ধতি পাওয়া যায় নি। এছাড়াও টেক্সাটাইল ডাই এবং অনুমোদিত রঞ্জক পদার্থ পার্থক্য করার কোনো পদ্ধতি নাই। এ প্রেক্ষিতে ড. মো: মিয়ার উদ্দিন বলেন, উক্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দেশের বাইরে উন্নত কোনো ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করার কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষের সদস্য (খাদ্য শিল্প ও উৎপাদন) মতামত দেন যে, খাদ্যে অজানা অননুমোদিত রঞ্জক পদার্থ পরীক্ষণের বিষয়টি একটি জটিল প্রক্রিয়া। এছাড়াও দেশের বাইরে নমুনা পরীক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ড. মো: বোরহান উদ্দিন বলেন যে, শাক-সবজিতে রঞ্জক পদার্থ পরীক্ষা করার জন্য কিছু সহজ পদ্ধতি রয়েছে যা অত্যন্ত সহজলভ্য। কমিটির সদস্যগণ এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রারম্ভিকভাবে সহজ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শাক-সবজি ও অন্যান্য মসলাতে প্রয়োগকৃত রঞ্জক পদার্থ পরীক্ষা করে রঞ্জক পদার্থ প্রয়োগের ব্যাপকতা যাচাই করা যেতে পারে।	

৪.৫.২ খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ক কারিগরি কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	প্রফেসর ড. মো: শামসুদ্দীন, সভাপতি, খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ে কারিগরি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
সভার স্থান	কনফারেন্স রুম (লেভেল-০৬), বিএফএসএ।
তারিখ ও সময়	২৩ মার্চ ২০২৩, বৃহস্পতিবার, সময়: সকাল ১১.০০টা

উপস্থিত সকলকে কমিটির সভাপতি ড. মো: শামসুদ্দীন স্বাগত জানান এবং কমিটির সদস্য সচিব ড. মোঃ জহুরুল হক-কে সভা শুরু করার জন্য আহ্বান জানান। কমিটির সদস্য সচিব জানান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্বোনেটেড বেভারেজ আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় মান BDS 1123:2013 মান বর্হিভূত কোনো কার্বোনেটেড বেভারেজ বিশেষত: যে সকল কার্বোনেটেড বেভারেজে "ক্যাফেইন" এর মাত্রা ১৪৫ মি.গ্রা./লিটার-এর বেশি এবং যে সকল কার্বোনেটেড বেভারেজের মোড়কে "এনার্জি ড্রিংক" ঘোষণা দেয়া সে সকল কার্বোনেটেড বেভারেজ বন্দর হতে খালাস বন্ধের অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত

BFSA

বর্ণনার জন্য কমিটির সদস্য সচিব জনাব ড. মোঃ জহরুল হক কমিটি অফিসার জনাব মো: তাইফ আলী-কে অনুরোধ জানান। কমিটি অফিসার জনাব মো: তাইফ আলী জানান, গত ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে "সফট ড্রিংকস এন্ড বেভারেজেস শাখা কমিটির (এএফএসসি-২২) ২০১৬-২০১৮ মেয়াদের ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী"-এর আলোচ্যসূচি ৫-এর সিদ্ধান্ত হলো "Energy Drinks শিরোনামে জাতীয় মান প্রণয়ন 'না' করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং কার্বোনেটেড বেভারেজেস ব্যতিত 'এনার্জি ড্রিংকস' বা অন্য কোনো নামে পণ্য উৎপাদন বা আমদানী ও বাজারজাতকরণের কোনো সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে "সফট ড্রিংকস এন্ড বেভারেজেস শাখা কমিটির (এএফএসসি-২২) ২০১৬-২০১৮ মেয়াদের ৫ম সভার কার্যবিবরণী"-এর আলোচ্যসূচি ২-এর সিদ্ধান্ত হলো "Energy Drinks শিরোনামে জাতীয় মান 'না' করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"।

১৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিএসটিআই বরাবর প্রেরিত একটি পত্র পাওয়া যায়। উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয় কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস এবং মল্ট বেভারেজসহ বিভিন্ন ধরণের বেভারেজ পণ্য বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারে ব্যাপক জনপ্রিয় হচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের নিকট এ ধরণের পণ্য খুবই জনপ্রিয়। বিগত অর্থবছরে বেভারেজ খাত হতে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ৯০০ কোটি টাকা। রাজস্ব আহরণ অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং তরুণ প্রজন্মের উপর এনার্জি ড্রিংকস ও মল্ট বেভারেজের অধিকতর ক্ষতিকর প্রভাব এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে প্রজ্ঞান এসআরও নং-১৭২-আইন/২০১৮/৭৯৫- মূসক, তারিখ: ০৭ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ মারফত কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকস এর একটি শক্তিশালী কর-কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। সঠিক রাজস্ব আহরণের স্বার্থে কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস ও মল্ট বেভারেজসহ সকল বেভারেজ পণ্যের সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করা জরুরী বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মনে করে। কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস ও মল্ট বেভারেজ জাতীয় পণ্যসমূহের সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণের লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিএসটিআই-কে অনুরোধ জানানো হয়।

২৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বিএসটিআই কর্তৃক Commercial Counsellor and Trade Commissioner, Austrian Embassy, New Delhi, India বরাবর পত্র মাধ্যমে জানানো হয় এনার্জি ড্রিংকস ও কার্বোনেটেড বেভারেজ দুটি আলাদা পণ্য। বিএসটিআই BDS 1123:2013 এর উপর ভিত্তি করে কার্বোনেটেড বেভারেজের বাধ্যতামূলক সনদ প্রদান করে। এনার্জি ড্রিংকসে যেহেতু কোনো স্ট্যান্ডার্ড নাই সেহেতু বিএসটিআই কর্তৃক এনার্জি ড্রিংকসের বিষয়ে কিছু করার নাই মর্মে উক্ত পত্রে উল্লিখিত হয়।

২৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে Commercial Counsellor and Trade Commissioner, Austrian Embassy, New Delhi, India হতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান-কে বিএসটিআই-এর পত্র (সূত্র নম্বর: ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৫.৩০১.২০, তারিখ: ২৩/১০/২০২২) কর্তৃপক্ষের সায়েন্টিফিক কমিটি দ্বারা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে ৩২০ পিপিএম ক্যাফেইনসমৃদ্ধ এনার্জি ড্রিংকস বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে অনুরোধ জানান।

৩০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে Commercial Counsellor and Trade Commissioner, Austrian Embassy, New Delhi, India কর্তৃক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর অনুরোধজ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এনার্জি ড্রিংকসে যে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে উক্ত বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে "নয়াদিল্লীস্থ অস্ট্রিয়ার দূতাবাস কর্তৃক BDS 1123:2013 মান বর্হিভূত এবং মোড়কে 'এনার্জি ড্রিংকস' মুদ্রিত পানীয়ের আমদানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন বিষয়ে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জানানো হয় নয়াদিল্লীস্থ অস্ট্রিয়ার দূতাবাস 'এনার্জি ড্রিংকস' আমদানি ও বিক্রির আমদানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও ৩২০ পিপিএম/লিটার ক্যাফেইন সমৃদ্ধ এনার্জি ড্রিংকস বিক্রির অনুমোদনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা চেয়েছে।

উল্লেখ্য, কার্বোনেটেড বেভারেজ উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, আমদানি বিষয়ে ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাসাধারণের জ্ঞাতার্থে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি গণবিজ্ঞপ্তি রয়েছে। কমিটি অফিসার গণবিজ্ঞপ্তিটি উপস্থাপন করেন।

এমতাবস্থায়, যেহেতু বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এনার্জি ড্রিংকস বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা হয় এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য অনুরোধজ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে সেহেতু এনার্জি ড্রিংকস বিষয়ক পরবর্তী

BFSA

কার্যক্রম গ্রহণের বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বর্ণিত কমিটির কারিগরি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রয়োজন। এ বিষয়ে কারিগরি কমিটির সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০১	কমিটির সদস্য ড. মিয়ারুদ্দীন বলেন যে, যেহেতু বাংলাদেশে এনার্জি ড্রিংকস নামে কোনো কোমল পানীয়ের জাতীয় মান নাই সুতরাং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত নিষেধাজ্ঞাটি যথাযথ রয়েছে। কমিটির সভাপতি উক্ত বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন। কমিটির সদস্য জনাব মোহাম্মদ তরিকুল হাসান বলেন যে, এনার্জি ড্রিংকসে সাধারণত ক্যাফেইন, সুগার এবং স্টিমুল্যান্ট (যেমন- Guarana, Taurine, and I-Carnitine ইত্যাদি) থাকে। তিনি জানান, American Academy of Pediatrics -এর সুপারিশ মতে তরুণদের (যাদের বয়স ১২ থেকে ১৮ বছর) দিনে ১০০মি.গ্রা.-এর বেশি ক্যাফেইন অথবা এক মগের বেশি কফি খাওয়া উচিত নয়। তিনি আরও জানান, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তরুণদের এনার্জি ড্রিংকস গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করার কথা অথবা নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ পর্যায়ে কমিটির সদস্য ড. মালা খান বলেন, যেহেতু এনার্জি ড্রিংকসে উচ্চমাত্রার চিনি ও ক্যাফেইন থাকে সেহেতু তা গর্ভবতী মহিলা এবং ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেহেতু মুসলিম দেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে এ ধরণের পানীয়ের স্ট্যান্ডার্ড/রেগুলেশন রয়েছে সুতরাং বাংলাদেশেও এনার্জি ড্রিংকসের স্ট্যান্ডার্ড/রেগুলেশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে কমিটির সদস্য সচিব ড. মোঃ জহুরুল হক মতামত ব্যক্ত করেন। কমিটির সদস্য ড. বোরহান উদ্দিন মতামত দেন যে, যেহেতু বাংলাদেশের জেলা/উপজেলা/প্রত্যন্ত অঞ্চলে নামে-বেনামে এনার্জি ড্রিংকসের প্রচলন রয়েছে এবং যেহেতু এনার্জি ড্রিংকস আমদানি নিষেধাজ্ঞার ফলে বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেহেতু এনার্জি ড্রিংক্সের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সুনির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড/রেগুলেশন থাকা প্রয়োজন, ফলে একদিকে যেমন জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা হবে তেমনি সরকারের রাজস্ব আয় হবে। কমিটির সদস্য জনাব ইসমাইল হোসেন উক্ত বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন। কমিটির সভাপতি এ পর্যায়ে বলেন, যেহেতু এনার্জি ড্রিংকস গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশু/তরুণ/গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে সেহেতু এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড/রেগুলেশন প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং স্ট্যান্ডার্ড/রেগুলেশন প্রণীত হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া যেতে পারে। কমিটির সকল সদস্য সভাপতির সাথে একমত পোষণ করেন।	০১। জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে এনার্জি ড্রিংকসের একটি সুনির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড/রেগুলেশন প্রণয়ন করা যেতে পারে। ০২। স্ট্যান্ডার্ড/রেগুলেশন প্রণীত হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া যেতে পারে।

BFSA

৪.৫.৩ জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব ও খাদ্য সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	প্রফেসর ড. মোঃ ইমদাদুল হক, উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সভাপতি, খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ে কারিগরি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
সভার স্থান	কনফারেন্স রুম (লেভেল-০৬), বিএফএসএ।
তারিখ	১৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.

সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় গত ১০ই মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সভার কার্যবিবরনী উপস্থাপন করা হয় এবং কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

১। আলোচনা:

সভার প্রথম আলোচ্যসূচি; বাংলাদেশে উৎপন্ন এবং আমদানিকৃত জিএম খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে বিদ্যমান আইনি কাঠামো পর্যালোচনা এবং কর্তৃপক্ষের করণীয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। কমিটি অফিসার জনাব মোসা: নাজনীন আক্তার বাংলাদেশ, আমেরিকা, ইইউ এর আইনি কাঠামোর একটি তুলনামূলক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

সিদ্ধান্ত: সভাপতি মহোদয় আগামী সভায় কমিটির সদস্য সচিব জনাব মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার কে জিএম জীব ও খাদ্য সম্পর্কিত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের এ পর্যন্ত গেজেটেড আইন, বিধি-প্রবিধি ও গাইডলাইনের সামারি উপস্থাপন এর দায়িত্ব অর্পণ করেন। এর উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন।

কর্তৃপক্ষের নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং বিধি প্রবিধিতে জিএম খাদ্য সম্পর্কিত বিষয়ের উপর সারসংক্ষেপ কমিটির অফিসার জনাব মোসা: নাজনীন আক্তারকে উপস্থাপন এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

২। আলোচনা: স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত জিএম খাদ্যের মোড়কজাতকরণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথোপোযুক্ত এবং কার্যকর পদ্ধতি প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়।

কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ উল্লেখ করেন, ২০১৩ সালে সরকার কর্তৃক Bt. Brinjal বাণিজ্যিক চাষাবাদের অনুমোদনের পর উহার লেবেলিং এর বিষয়টি চরম উপেক্ষিত হয়েছে। ভোক্তার জ্ঞাতার্থে সেটি মোড়কীকরণের কোনরূপ উদ্যোগ ছাড়াই বাজারজাতকরণের ফলে এখন অন্যান্য জাত থেকে Bt. Brinjal আলাদা করা সম্ভব হচ্ছেনা। Bt. Brinjal সহ ভবিষ্যৎ জিএম খাদ্যপণ্যের যথাযথ লেবেলিং প্রক্রিয়া তৈরি এবং বাস্তবায়নের নিমিত্ত অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন।

কমিটির সদস্য ড. জেবা ইসলাম সিরাজ উল্লেখ করেন বেগুনের গায়ে জিএম পণ্য লেবেলিং করা বাংলাদেশের বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দূরুহ। তার পরিবর্তে বিটি- বেগুন কে 'জি' নামে নতুন জাত হিসাবে অভিহিত করে বাজারজাত করণের প্রস্তাব দেন তিনি।

কমিটির সদস্য ড. শহিদুল ইসলাম উল্লেখ করেন যে, আমেরিকাতে জিএম পণ্যের লেবেলিং ভলান্টারি (Volantary) করা হয়েছে। বাংলাদেশের বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে জিএম খাদ্যের লেবেলিং ভলান্টারি করা যথাচিত কিনা সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

কমিটির সদস্য সচিব জনাব মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে USFDA এর সর্বশেষ রেগুলেশন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে জিএম খাদ্যপণ্যের লেবেলিং বাধ্যতামূলক এবং এটি পরিপালনের বাধ্যতা রয়েছে।

BFSA

তদপরিপ্রেক্ষিতে মোসাঃ নাজনীন আক্তার উল্লেখ করেন যে, কর্তৃপক্ষের নিরাপদ খাদ্য (মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং) প্রবিধানমালা, ২০১৭ এর ধারা ১১ তে বর্ণিত আছে "কৃষিজাত পণ্য বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদিত হইলে উহার মোড়কের লেবেল "জিএম খাদ্য (Genetically Modified Food) অভিব্যক্তি উল্লেখ করিতে হইবে।

কমিটির সদস্য ড. মোঃ আজিজ জিলানী চৌধুরী পরবর্তী সভায় Bt. Brinjal উদ্ভাবন এবং অনুমোদনলাভকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (BARI) কে ২০১৩ থেকে এ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম এর বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপনের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে পত্র প্রেরণের সুপারিশ করেন।

সিদ্ধান্ত:

১। BARI কর্তৃক উদ্ভাবিত Bt. Brinjal ২০১৩ সালে বাণিজ্যিক চাষাবাদের উদ্দেশ্য অনুমোদন লাভের পর এ পর্যন্ত Bt. Brinjal মুক্তি পরবর্তী মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ এবং অন্যান্য আবশ্যিক করণীয় বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনাপূর্বক একটি প্রতিবেদন এবং পরবর্তী সভায় তা উপস্থাপনের জন্য এ সংশ্লিষ্ট প্রধান/মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পর্যায়ের প্রতিনিধি চেয়ে পত্র প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

২।আগামী সভায় কর্তৃপক্ষের নিকট ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার এক্সটেনশন এর সরেজমিন (Fields service wing) এবং ক্রপস (Crops) উইং থেকে একজন উপযুক্ত (অতিরিক্ত পরিচালক/উপপরিচালক পর্যায়ের) প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) এর সবজি বীজ বিভাগ থেকে (যুগ্মপরিচালক/উপপরিচালক পর্যায়ের) প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য পত্র প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

৫.০ কর্তৃপক্ষের গঠন:

একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা। চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী চারজন সদস্য চারটি বিষয়ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করেন। যথা-

(ক) জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি;

(খ) খাদ্য শিল্প বা খাদ্য উৎপাদন;

(গ) খাদ্যভোগ ও ভোক্তা-অধিকার; এবং

(ঘ) খাদ্য বিষয়ক আইন ও নীতি।

নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের একজন সচিব রয়েছেন, যিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত। চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ নিয়ে কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত। কর্তৃপক্ষের সচিব বোর্ডের সাচিবিক সহায়তা করে থাকেন। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ৮টি বোর্ড সভা (৬২ থেকে ৬৯ তম) অনুষ্ঠিত হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা:

ক্রমিক	সভার তারিখ	বোর্ড সভা
১.	০১ সেপ্টেম্বর ২০২২	৬২তম
২.	২৭ অক্টোবর ২০২২	৬৩তম
৩.	১১ ডিসেম্বর ২০২২	৬৪তম
৪.	১৯ জানুয়ারি ২০২৩	৬৫তম
৫.	২০ মার্চ ২০২৩	৬৬তম
৬.	২৬ এপ্রিল ২০২৩	৬৭তম
৭.	১৪ মে ২০২৩	৬৮তম
৮.	১৪ জুন ২০২৩	৬৯ তম

৫.১ কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো:

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৭টি বিভাগের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রতিটি বিভাগ একজন উপসচিব পদমর্যাদার পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিভাগগুলো হচ্ছে-

(ক) সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ
(খ) খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম বিভাগ
(গ) নিরাপদ খাদ্যমান প্রমিতকরণ ও প্রত্যয়ন সমন্বয় বিভাগ
(ঘ) খাদ্যভোক্তা সচেতনতা, ঝুঁকি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
(ঙ) খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক সমন্বয় কার্যক্রম বিভাগ
(চ) নিরাপদ খাদ্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বিভাগ
(ছ) পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

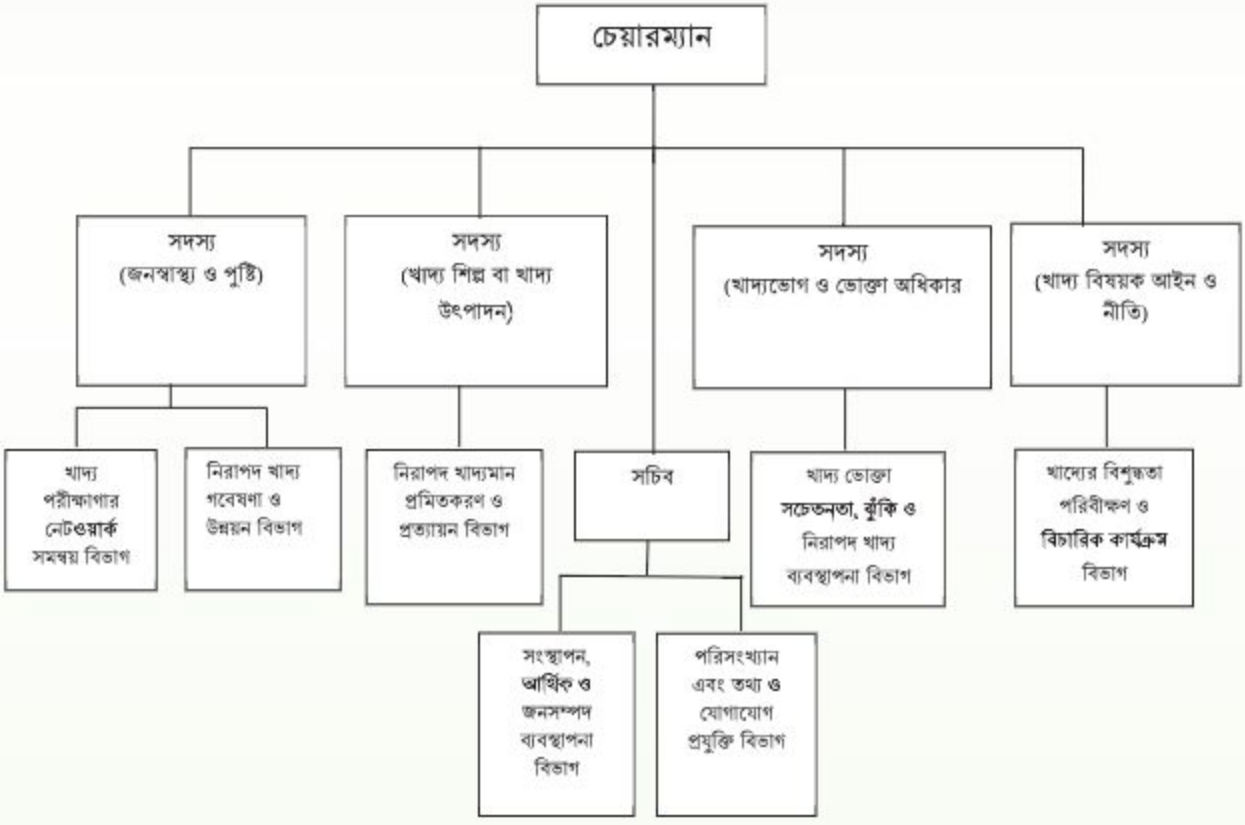

BFSA

৫.২ জনবল কাঠামো:

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। কর্তৃপক্ষে বর্তমানে ১ জন চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), ৪ জন সদস্য (যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন), ১ জন সচিব (উপসচিব), প্রেষণে ১২ জন কর্মকর্তা (উপসচিব ৬ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ৬ জন) ও ৫ জন বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সংযুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়) প্রেষণে কর্মরত রয়েছেন। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ৩৭১ জন জনবল বিশিষ্ট পদবিন্যাস নিম্নরূপ:

ক্রমিক	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
১.	চেয়ারম্যান	১	১	-
২.	সদস্য	৪	১	৩
৩.	সচিব	১	১	-
৪.	পরিচালক	৩	২	১
৫.	অতিরিক্ত পরিচালক	৬	৪	২
৬.	উপ-পরিচালক	১২	৬	৬
৭.	চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব	১	১	-
৮.	সহকারী পরিচালক	৬	৫	১
৯.	নিরাপদ খাদ্য অফিসার	৭২	৬০	১২
১০.	মনিটরিং অফিসার	৫	৫	-
১১.	গবেষণা কর্মকর্তা	৪	২	২
১২.	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	৭	৩
১৩.	খাদ্য বিশ্লেষক	১	১	-
১৪.	আইন কর্মকর্তা	১	১	-
১৫.	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	-
১৬.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
১৭.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	১	-
১৮.	(১৩-১৬) গ্রেড কর্মচারী	১১৮	৮২	৩৬
১৯.	আউটসোর্সিং	১২৩	১২৩	০
২০.	সর্বমোট	৩৭১	৩০৯	৬২

৫.৩ নবনিয়োগ:

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ২০১৮, অনুসরণপূর্বক ৯ম গ্রেডের সহকারী পরিচালক, গবেষণা কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং নিরাপদ খাদ্য অফিসার শূন্য পদে ১৭ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে ২৫ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয় এবং সুপারিশপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রাক-চরিত্র যাচাইয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া ১৩-১৬ তম গ্রেডের ব্যক্তিগত সহকারী, টেলিফোন অপারেটর/অভ্যর্থনাকারী, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং নমুনা সংগ্রহ সহকারী ৩১টি শূন্য পদে কর্মচারী নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা গত ২৪ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ অনুষ্ঠিত হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কার্যক্রম চলমান।

BFSA

৫.৪ বাজেট ব্যবস্থাপনা:

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Mid- Term Budgetary Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালকের নেতৃত্বে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক বাজেট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে।

ক্রমিক	খাতের বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	সংশোধিত প্রাপ্তি (হাজার টাকায়)	প্রকৃত ব্যয়	বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের হার
১.	বেতন বাবদ সহায়তা	৩৬৩১১০১	৫৯০	৪৯২.২৪	৮৩.৪৩
২.	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৩৬৩১১০২	৪৭৭.৬৪	৩৮৮.৯০	৮১.৪২
৩.	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৩৬৩১১০৩	২৩১৮.৩২	২৩০০.০৪	৯৯.২১
৪.	গবেষণা অনুদান	৩৬৩১১০৮	৭০	৬৯.৬৮	৯৯.৫৪
৫.	যন্ত্রপাতি অনুদান	৩৬৩২১০২	৭১	৭০.৯৯	৯৯.৯৯
৬.	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	৩৬৩২১০৫	৬৫	৬৪.৫৭	৯৯.৩৩
৭.	অন্যান্য মূলধন অনুদান	৩৬৩২১০৬	৭৫	৪৬.৪৩	৬১.৯১

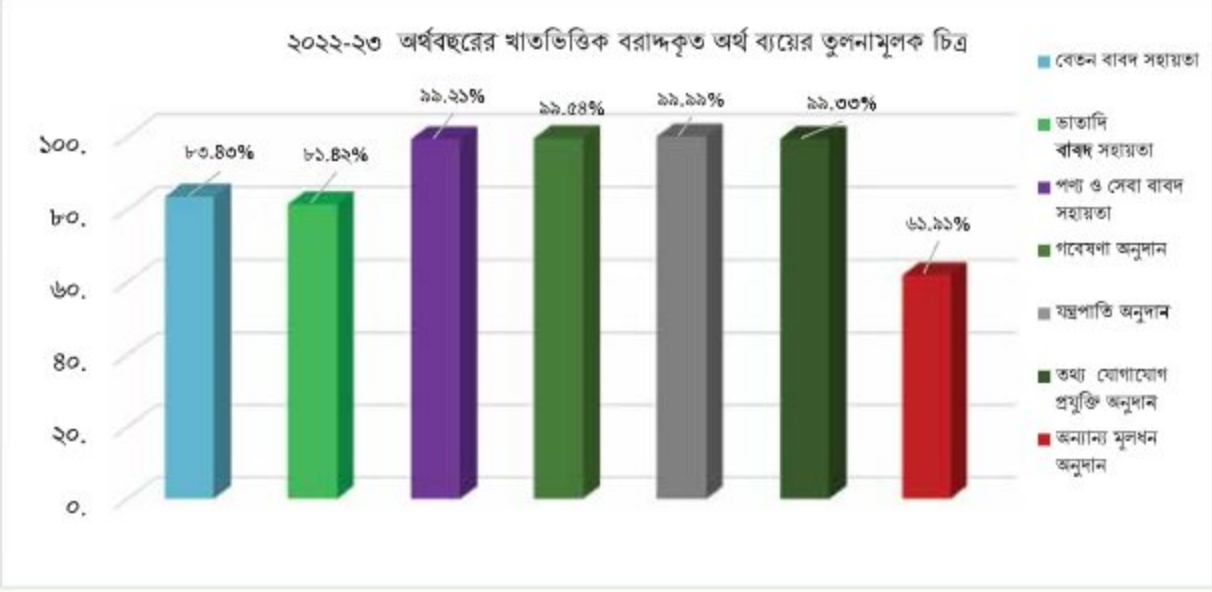

৫.৫ হিসাব ও নিরীক্ষা:

সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ এই কর্তৃপক্ষের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পক্ষান্তরে বহিঃ নিরীক্ষা বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন দপ্তর যথা বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ অডিট আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তির/তদারকির কাজ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

BFSA

৫.৬ কর্তৃপক্ষের অডিট আপত্তি/নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য (২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত):

(কোটি টাকায়)

সংস্থার নাম	অর্থবছর	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	ব্রডশীটের জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তি অডিট আপত্তি		মন্তব্য
					সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	২০১৭-১৮	১৭টি	২১.২৮১২	১৭টি	০৮	১৩.৩২৭৬	০৯টি	৭.৯৫৩৬	অনিষ্পন্ন বাকি ০৯ টি অডিট আপত্তির পুনঃজবাব প্রমাণকসহ ২৪/১০/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও অডিট অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাজেট ও অডিট অনুবিভাগের স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০৫৬.০১.০০৬.২০.৫ এর নির্দেশনা অনুযায়ী পৃথকভাবে ০৯টি আপত্তির জবাব পুনরায় ০৭/০২/২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়।
	২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত	১২ টি (SFI ৪ টি ও Non SFI ৮টি)	৮.৩৪৮৭	১২ টি	০৪টি	৫.৫৮৭৬	০৮টি	২.৫২৩৫	১২ টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রমাণকসহ ২৪/০৮/২০২২ তারিখে মহাপরিচালক, সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ০১ টি SFI ও ০৩টি Non SFI আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
	২০২১-২২	০৭টি (SFI ০৪ টি ও Non SFI ০৩টি)	১.৯৪১৯	০৭টি	-	-	০৭টি	১.৯৪১৯	০৭ টি অডিট আপত্তির জবাব প্রমাণকসহ ০৫/০৬/২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে এবং SFI ০৪টি অডিট আপত্তির জবাব প্রমাণকসহ মহাপরিচালক, সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
মোট=		**৩৬টি**	**৩১.৫৭১৮**	**৩৬টি**	**১২ টি**	**১৮.৯১৫২**	**২৪টি**	**১২.৪১৯**	

৬.০ পাঠ্যপুস্তকে নিরাপদ খাদ্যের অর্ন্তভুক্তি সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গত ২৪ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠেয় 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ' এর ৫ম সভার আলোচ্যসূচি-৪ এর সিদ্ধান্ত-২ মোতাবেক পাঠ্যপুস্তকে খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত তথ্য সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও প্রফেসর এমিরেটাস ডাঃ এবিএম আব্দুল্লাহ কে আহবায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পাঁচটি সভার মাধ্যমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের খাদ্যবিষয়ক অধ্যায়সমূহে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট/আধেয় সংযুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খাদ্য মন্ত্রলায়রে মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এ পাঠানোর নিমিত্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং ২০২৩ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিতব্য সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়সমূহে উক্ত সংযোজিত ও সংশোধিত কনটেন্ট যুক্ত করা হয়। ২য় পর্যায়ে উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কন্টেন্ট/আধেয় মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান বইয়ের খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়সমূহে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

কমিটির সদস্যসমূহ নিম্নরূপ:-

বর্ণিত কমিটির সদস্যগণের নাম ও পদবি	কমিটির গঠন কাঠামো
১। প্রফেসর ডাঃ এবিএম আব্দুল্লাহ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক	আহবায়ক
২। অধ্যাপক ড. ইকবাল রউফ মামুন, অধ্যাপক, রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩। প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম, সদস্য (খাদ্য শিল্প ও উৎপাদন), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৪। ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ, অধ্যাপক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
৫। ড. খালেদা ইসলাম, অধ্যাপক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
৬। জনাব মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।	সদস্য
৭। সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), ঢাকা।	সদস্য
৮। ডাঃ কাওসার আফসানা, অধ্যাপক, স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
৯. জনাব আবুল হাসনাত, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য সচিব

পাঠ্যপুস্তকে নিরাপদ খাদ্যের অর্ন্তভুক্তি সংক্রান্ত সভার স্থিরচিত্র

৭.০ কর্তৃপক্ষের বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন ও বিচারিক কার্যক্রম:

৭.১ আইন সংশোধন:

৩১ আগস্ট, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৪২-তম বোর্ডসভার আলোচ্য সূচি-৩ এর সিদ্ধান্ত অনুসারে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ৭ (সাত) সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন সংশোধনের নিমিত্তে প্রস্তাবিত আইন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.২ বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন:

Health Food & Nutraceutical Guidelines'- এর খসড়া চূড়ান্তকরণ বিষয়ক গঠিত 'আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালা খসড়া প্রস্তুতকরণ ' কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত গাইড লাইনের খসড়ার বিষয়ে অংশীজনের মতামত গ্রহণপূর্বক খসড়াটি চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান। বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠনকৃত হারমোনাইজেশন কমিটি কর্তৃক উক্ত খসড়া গাইডলাইনস যাচাইবাছাই সম্পন্ন হয়েছে। খসড়া গাইডলাইন এর ইংরেজি অনুবাদ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদ WTO তে পাঠানোর এবং বাংলা খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণের কার্যক্রম চলমান।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের 'প্রশাসনিক জরিমানা বিধিমালা, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত খসড়া বিধিমালা খাদ্য মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে উক্ত বিধিমালার উপরে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত ও পরিবর্তিত বিধিমালা ৪ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞজন এবং অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারা অনুযায়ী অদ্যাবদি ৩টি বিধিমালা ও ১১টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে।

৭.২.১ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অদ্যাবধি প্রণয়নকৃত বিধিমালা তালিকা:

ক্রমিক নং	শিরোনাম	প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	গেজেট প্রকাশের তারিখ
১.	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪	২৩ অক্টোবর ২০১৪	২৯ অক্টোবর ২০১৪
২.	নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা,	২৭ আগস্ট ২০১৭	০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৩.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯	১৪ জানুয়ারি ২০১৯	১৬ জানুয়ারি ২০১৯

৭.২.২ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অদ্যাবধি প্রণয়নকৃত প্রবিধানের তালিকা:

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	গেজেট প্রকাশের তারিখ
১.	খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	১৫ মার্চ ২০১৭
২.	নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭	০৭ জুন ২০১৭	১০ জুলাই ২০১৭
৩.	মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৯ এপ্রিল ২০১৭	০৯ মে ২০১৭
৪.	খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	১৫ মার্চ ২০১৭
৫.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮	২২ জুলাই ২০১৮	১১ আগস্ট ২০১৮
৬.	নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৮	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮	২৩ অক্টোবর ২০১৮
৭.	খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯	০৫ আগস্ট ২০১৯	৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৮.	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০২০	১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০	২৭ ডিসেম্বর ২০২০
৯.	খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা, ২০২১	২৬ অক্টোবর ২০২১	২৯ নভেম্বর ২০২১
১০.	নিম্নমানের, ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্য প্রত্যাহার প্রবিধানমালা, ২০২১	৩১ মার্চ ২০২১	১০ জানুয়ারি ২০২২
১১.	নিরাপদ খাদ্য (দূষণকারী জীবাণু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ) প্রবিধানমালা, ২০২১	১০ আগস্ট ২০২১	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

নিম্নোক্ত প্রবিধিসমূহ হারমোনাইজেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে হালনাগাদ ও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:

- খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭;
- নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭;
- মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭;
- খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭;
- খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯;
- নিম্নমানের, ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্য প্রত্যাহার প্রবিধানমালা, ২০২১;
- নিরাপদ খাদ্য (দূষণকারী জীবাণু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ) প্রবিধানমালা ২০২১;

BFSA

৭.৩ মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি:

মনিটরিং-কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্য-স্থাপনায় প্রাপ্ত অসংগতিসমূহ সংশোধনমূলক পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া অতিমুনাফা লাভের আশায় ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্যে ভেজাল দেয়া বা অনিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করে ভোক্তাদের ঠকানোর কাজে সম্পৃক্ত আছে এমন ব্যবসায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিযুক্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার স্থিরচিত্র

৭.৪ বিগত বছরসমূহের সাথে আলোচ্য বছরে সম্পাদিত মোবাইল কোর্টের তুলনামূলক চিত্র:

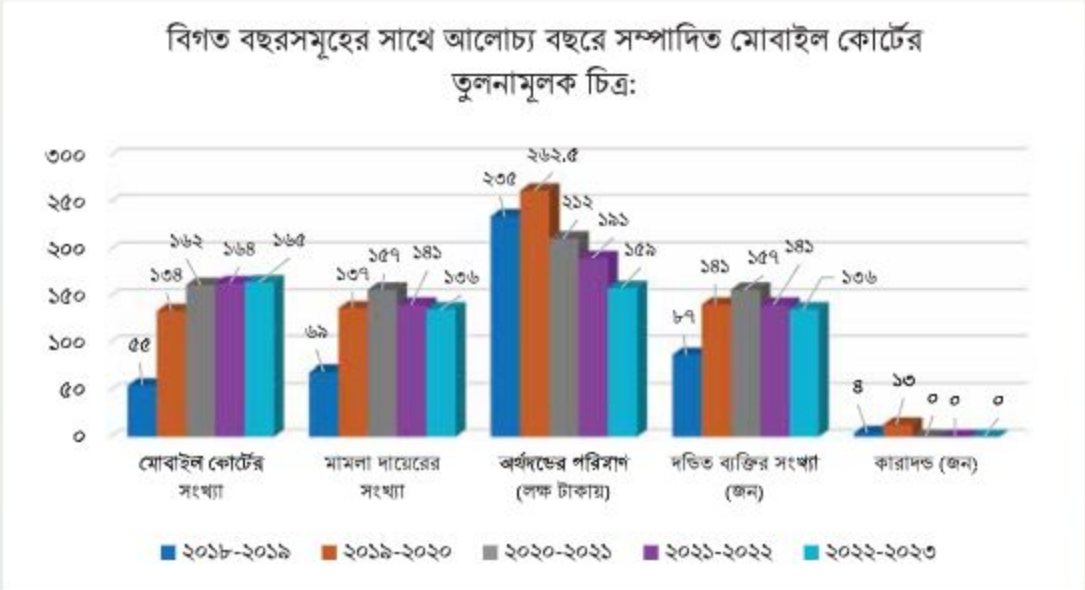

BFSA

৭.৫ বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার বিবরণ:

অধিকতর অপরাধ পাওয়া গেলে দায়িত্বরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা কর্তৃপক্ষ বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে নিয়মিত মামলা দায়ের করেন। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রতিপালন না করা এবং খাদ্যে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে নিরাপদ খাদ্য আইনে এ পর্যন্ত ৪৩৯ টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নিম্নে চলমান নিয়মিত মামলার বিবরণ দেয়া হলো-

বিগত বছর সমূহে ক্রমপুঞ্জিত মামলার	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার	চলমান মোট মামলার সংখ্যা
৪৩৯	১৬৭	২৭২

৭.৬ খাদ্যস্থাপনা ও বাজার পরিদর্শন রিপোর্ট:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০০০ খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই লক্ষ্য অর্জনে বিএফএসএ কর্তৃক নিয়মিত খাদ্যস্থাপনা ও বাজার পরিদর্শন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএফএসএ এর নিজস্বটিম কর্তৃক ১১৪৯৮টি খাদ্যস্থাপনা (পাইকারি বাজার, খুচরা বাজার, কাঁচা বাজার, রেস্টুরেন্ট, খাদ্য কারখানা) পরিদর্শন করা হয়।